পালি

ষষ্ঠ শ্রেণি







জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ





"যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে
সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়ে দাবায়ে রাখা যায় না।"
-বঙ্গবন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

নিম্ন মাধ্যমিক পালি

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া

সম্পাদনা

ড. ভিক্ষু শাসন রক্ষিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জুলাই, ১৯৯৫
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২০

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়।

পালি বৌদ্ধদের পবিত্র ত্রিপিটকের ভাষা। বুদ্ধের মূল উপদেশগুলো পালি ভাষায় সংকলিত হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পালি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য বচন, পদ প্রকরণ, কারক প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো গদ্য-পদ্য পাঠ্যাংশ-শেষে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অনুবাদের সুবিধার্থে পালি-বাংলা শব্দার্থ ও বাক্য গঠনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন পালি ভাষায় দক্ষতা লাভ করতে পারবে, অপরদিকে বাংলা ভাষায়ও বিশেষ জ্ঞানার্জন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীর হাতে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল তারা উপকৃত হবে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

পালি শব্দমালা

পালি শব্দচয়ন

পালি বৌদ্ধদের পবিত্র ত্রিপিটকের ভাষা। বুদ্ধ এ ভাষায় উপদেশ দিতেন। পালির প্রাচীন নাম মাগধী ভাষা। এ ভাষার মূল অক্ষরগুলো হারিয়ে গেছে। তাই শ্রীলংকায় সিংহলি অক্ষরে, মায়ানমার বার্মা অক্ষরে, ইউরোপে রোমান অক্ষরে পালি ত্রিপিটকের প্রত্যেকটি গ্রন্থ লিখিত। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে লন্ডন পালি বুক সোসাইটি থেকে পালি ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়েছে রোমান অক্ষরে। পৃথিবীর বৌদ্ধ দেশসমূহের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোমান অক্ষরেই পালি পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। পূর্বে বাংলাদেশেও রোমান অক্ষরে পালি পাঠ্যপুস্তকগুলো লেখা হয়েছিল। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বাংলা অক্ষরে পালি পাঠ দেওয়া হল। পালির বর্ণমালা, রোমান অক্ষর ও উচ্চারণ স্থান সম্পর্কে তোমরা এ পুস্তকের পালি ব্যাকরণ প্রথম পাঠে জানতে পারবে। নিচে প্রদত্ত পালি শব্দগুলো বাংলা অর্থসহ মুখস্ত করবে। তাতে পালি ভাষা পড়তে, লিখতে ও বলতে পারবে।

জীবজন্তু ও পাখির নাম

পালি	**বাংলা**
সস	খরগোশ
হত্থি	হাতি
অস্‌স	ঘোড়া
সুনখ	কুকুর
সীহ	সিংহ
মিগ	হরিণ
মোর	ময়ূর
সিগাল	শৃগাল
ব্যাগ্‌ঘ	বাঘ
বিলার	বিড়াল
ভলুক	ভলুক
উলূক	পেঁচা
গিজ্‌ঝ	শকুন
বাযস	কাক
রুক্‌খকোট্‌ঠক	কাঠঠোকরা

ফল ও বৃক্ষ

পালি	**বাংলা**
অম্ব	আম
পনস	কাঁঠাল
রম্ভা	কলা
বদরী	কূল
জম্বু	জাম
নিগ্রোধ	অশ্বত্থ গাছ
পুচিমন্দ	নিমগাছ

ফুলের নাম

পালি	**বাংলা**
পদুম	পদ্ম
তগর	টগর
কিংসুক	পলাশ
বস্‌সিকী	চামেলী

জিনিসপত্র ও ধাতব দ্রব

পালি	**বাংলা**
পত্ত	পাত্র
সুবণ্ণ	সোনা

পালি	বাংলা
লোহা	লোহা
কংস	পিতল
মণি	রত্ন
বজির	হীরা
মুত্তা	মুক্তা
পানিযথালক	গাস
মসী	কালি
লেখনী	কলম
পণ্‌ণ	কাগজ
তম্ব	তামা
রজত	রূপা
সীসা	সীসা

আত্মীয়স্বজন

পালি	বাংলা
পিতা	পিতা
মাতা	মাতা
পুত্ত	পুত্র
কঞ্ঞা	কন্যা
সসুর	শ্বশুর
ভাগিণেয্য	ভাগিনা
নত্তা	নাতি
পিতুচ্ছা	পিসী
মাতুচ্ছা	মাসী

মাসের নাম

পালি	বাংলা
বেসাখ	বৈশাখ
জেট্‌ঠ	জ্যৈষ্ঠ
আসালহ্	আষাঢ়
সাবণ	শ্রাবণ
পোট্‌ঠপাদ	ভাদ্র
অযুজস	আশ্বিন
কত্তিক	কার্তিক
মাগসির	অগ্রহায়ণ
ফুস্‌স	পৌস
মাঘ	মাঘ
ফগ্‌গুণ	ফাল্গুন
চিত্ত	চৈত্র

বারের নাম

পালি	বাংলা
রবিবার	রবিবার
চন্দ্রবার	সোমবার
কুজবার	মঙ্গলবার
বুধবার	বুধবার
গুরুবার	বৃহস্পতিবার
সুক্কুরবার	শুক্রবার
মন্দবার	শনিবার

পক্ষের নাম

পালি	বাংলা
কণ্‌হ পক্‌খ	কৃষ্ণ পক্ষ
জুণ্‌হ পক্‌খ	শুক্ল পক্ষ

ঋতুর নাম

পালি	বাংলা
গিম্‌হান উতু	গ্রীষ্ম ঋতু
বস্‌সান উতু	বর্ষা ঋতু
হেমন্ত উতু	হেমন্ত ঋতু

দিকের নাম

পালি	বাংলা
উত্তর	উত্তর
দক্‌খিণ	দক্ষিণ
পুব্ব	পূর্ব

পালি	**বাংলা**
পচ্ছিম	পশ্চিম
ঈসান	ঈশান (উত্তর-পূর্ব কোণ)
বাযু	বায়ু (উত্তর-পশ্চিম কোণ)
অগ্‌গি	অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্ব কোণ)
নেরিদত	নৈঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ)
উদ্ধ	উর্ধ্ব
অধো	নিম্ন

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নাম

পালি	**বাংলা**
চক্‌খু	চোখ
সোত	কান
ঘাণ	নাম
জিব্‌হা	জিহ্বা
তচ	চামড়া

পুংলিঙ্গ শব্দ

পালি	**বাংলা**
বুদ্ধো	বুদ্ধ
ধম্মো	ধর্ম
উপাসকো	উপাসক
সমণো	শ্রমণ

পালি	**বাংলা**
সুরিযো	সূর্য
থেরো	স্থবির

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

পালি	**বাংলা**
দারিকা	বালিকা
ধেনু	গাভী
নাবা	নৌকা
নারী	নারী
দেবী	দেবী
ইত্থী	স্ত্রী
বধু	বৌ
লতা	লতা

ক্লীবলিঙ্গ শব্দ

পালি	বাংলা
ফলং	ফল
পুঞ্ঞং	পুণ্য
সকটং	গাড়ি
পোত্থকং	বই
অণ্ডং	ডিম
উদকং	জল
তিণং	ঘাস

তোমরা উপরে শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখবে, পালির বেশ কিছু শব্দ বাংলার সাথে মিল আছে। তবে বাংলা কিছু অক্ষর পালিতে নেই বলে শুধু বানানের পার্থক্য রয়েছে। যেমন, বাংলার শ, ষ পালিতে নেই। শুধু 'স' এর ব্যবহার আছে। এ রকম ক্ষ, ঃ (বিসর্গ), (রেফ) পালিতে নেই। আবার বাংলা শব্দের (রেফ) নিয়ে যে অক্ষরটি থাকে তা পালিতে দ্বিত্ব বর্ণের হয়। যেমন পূর্ব-পূব্ব। ঊ কারান্ত, উ-কারান্তে এবং 'র্ব' এর পরিবর্তে 'ব্ব' হয়ে গেছে। এরকম শব্দগুলোর বানান মনোযোগ দিয়ে শিখবে। ব্যাকরণের বর্ণমালায় আরও জানতে পারবে।

২০২১

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

ক. বাংলা অনুবাদসহ পালিতে বার মাসের নাম লেখ।

খ. পালিতে সাত দিনের নাম লিখে বাংলা অনুবাদ কর।

গ. পালিতে দিকসমূহের নাম লিখে বাংলা বল।

ঘ. জিনিসপত্র ও ধাতব দ্রব্যের পাঁচটি করে দশটি পালি শব্দ লেখ।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নে ঃ

ক. পালিতে পাঁচটি পুংলিঙ্গ শব্দ লেখ।

খ. পাঁচটি বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পালি অনুবাদ কর।

গ. পক্ষ ও ঋতুর নাম পালিতে বল।

ঘ. পালিতে পাঁচজন আত্মীয়স্বজনের নাম লেখ।

৩. ঠিক উত্তরটির পশে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ

ক. পালিতে কোন তিনটি বর্ণের ব্যবহার নেই?

১. স, ং, ক   ২. ও, এম

২. ষ, শ, ঃ (বিসর্গ)   ৪. ভ, হ, ল

খ. ঘোড়া শব্দের পালি কোনটি?

১. তস্স   ২. নস্স

২. অস্স   ৪. ফস্স্

গ. কোন শব্দটি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত?

১. উতু   ২. সোত

৩. হেমন্ত   ৪. পচ্ছিম

ঘ. কিংসুক শব্দের অর্থ কি?

১. বিলাস   ২. পলাশ

৩. তিতাস   ৪. উলাস

ঙ. পালিতে শ্রাবণ মাসের নাম কি?

১. সাবান   ২. পাবন

৩. সাবণ   ৪. গহণ

দ্বিতীয় অধ্যায়
গদ্য
রতনওযং

বুদ্ধ বন্দনা

ইতি'পি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথী, সত্থা দেবমনুস্সানং, বুদ্ধো, ভগবাতি।
বুদ্ধং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

যে চ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা, পচ্চুপ্পন্ন চ যে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সব্বদা।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, বুদ্ধো মে সরণং বরং, এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং।

উত্তমঙ্গেন বন্দে' হং পাদপংসু বরুত্তমং, বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মমং।

ধম্মবন্দনা

স্বাক্খাতো ভগবতা, ধম্মো, সন্দিট্‌ঠিকো, অকালিকো, এহি পস্সিকো, ওপনযিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী'তি।
ধম্মং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

যে চ ধম্মা অতীতা চ, যে চ ধম্মা অনাগতা, পচ্চুপন্না চ যে ধম্ম, অহং বন্দামি সব্বদা।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, ধম্মো মে সরণং বরং, এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গালং।

উত্তমঙ্গেন বন্দে' হং ধম্মঞ্চ তিবিধং বরং, ধম্মে যো খলিতো দোসো, ধম্মো খমতু তং মমং।

সঙ্ঘ বন্দনা

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞাযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো,

সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্‌ঠ পুরিসপুগ্‌গলা এস ভগবতো

সাবকসঙ্ঘো, আহুণেয্যো, পাহুণেয্যো , দক্খিনেয্যো অঞ্জলিকরণীযো, অনুত্তরং, পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি।
সঙ্ঘং জীবিতাপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

যে চ সঙ্ঘা অতীত চ, যে চ সঙ্ঘা অনাগতা, পচ্চুপ্পন্ন চ মে সঙ্ঘা, অহং বন্দামি সব্বদা।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং সঙ্ঘা মে সরণং বরং, এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গালং,

উত্তমঙ্গেন বন্দে' হং, সঙ্ঘঞ্চ তিবিধুত্তমং, সঙ্ঘে যো খলিতো দোসো সঙ্ঘা খমতু তং মমং।

শব্দার্থ

১. রতনত্তযং-রতনত্রয়; ত্রিরত্ন, ইতিপি-তিনিই; সো-সেই, ভগবা-ভগবান; অরহং-অর্হৎ; সম্মা-সম্যক; বিজ্জাচরণ -বিদ্যাচরণ; সুগত-সুগত, যিনি সুন্দররূপে গত হয়েছেন; অনুত্তরো-অনুত্তর, শ্রেষ্ঠ; পুরিসদম্ম সারথী-পুরুষ দমনকারী সারথি; সত্থা-শাস্তা, শিক্ষক; জীবিত পরিযন্তং-জীবন পর্যন্ত; গচ্ছামি-গমন করছি; পচ্চুপন্না-বর্তমানে উৎপন্ন; নত্থি-নেই, খমতু-ক্ষমা করুন

২. স্বাক্খাতো-সুন্দরভাবে ব্যাখা করা হয়েছে; সন্দিট্‌ঠিকো-নিজে দেখার যোগ্য; অকালিকো-কালাকালবিহীন অর্থাৎ সময় অসময় নেই; এহি পস্‌সিকো-এসে দেখার যোগ্য; ওপনযিকো-উপনায়ক সদৃশ অর্থাৎ নির্বাণে নিয়ে যায়; পচ্চত্তং-স্বয়ং; বিঞ্‌ঞূহি-বিজ্ঞগণ কর্তৃক; বেদিতব্বো-জ্ঞাতব্য, জানবার বিষয়, খলিতো-অজ্ঞানবশত; উত্তমঙ্গেন-উত্তম অঙ্গা দ্বারা; দোসো-দোষ।

৩. সুপটিপন্নো-সুপথে প্রতিপন্ন, ঞায়পটিপন্নো-ন্যায়পথে প্রতিপন্ন; উজুপটিপন্নো-সোজাপথে প্রতিপন্ন; সামীচিপন্নো-উপযুক্ত পথে প্রতিপন্ন; যদিদং-যা এই; পুরিসো-পুরুষ; যুগানি-যুগ্ম, জোড়া; অহুণেয্যো-আহ্বানের যোগ্য; পাহুণেয্যো-পুনঃপুন নিমন্ত্রেণের যোগ্য; দক্‌খিণেয্যে-দানের উপযুক্ত পাত্র; পুঞ্‌ঞক্খেত্তং-পুণ্যক্ষেত্র; লোকস্‌স-জগতের; মমং-আমাকে।

মমার্থ

বুদ্ধ নয়গুণসম্পন্ন। এ গুণগুলো হল-তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ; বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন; সুগত; লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি; দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা; বুদ্ধভগবান।

ধর্ম ছয়গুণসম্পন্ন। যথা ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত; স্বয়ং দেখার যোগ্য; কাল ও অকাল নেই; এসে দেখার যোগ্য; নির্বাণ পথ প্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষকরণীয়।

সঙ্ঘ নয়গুণসম্পন্ন। এ গুণগুলো হল-ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপথে প্রতিপন্ন; ন্যায়পথে প্রতিপন্ন; উপযুক্ত পথে প্রতিপন্ন; সোজাপথে ভগবানের মার্গফললাভী সঙ্ঘ-যুগল হিসেবে চার যুগল এবং পুরুষরূপে আট প্রকার (মার্গ ও ফল); আহ্বানের যোগ্য; সৎকারযোগ্য; দানের উপযুক্ত পাত্র; করজোড়ে বন্দনা করার যোগ্য এবং জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

উক্ত গুণাবলির জন্য আমি সারাজীবন ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করছি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে উৎপন্ন বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ সমুদয়কে সর্বদা বন্দনা করছি। এ ত্রিরত্ন ছাড়া আমার আর কোন শ্রেষ্ঠ শরণ নেই। অজ্ঞানবশত আমি কোন পাপ করে থাকলে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ আমাকে ক্ষমা করুন।

টীকা ঃ

ত্রিরত্ন ঃ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঙ্ঘকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। বুদ্ধ অর্থ যিনি বোধি বা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করেছেন। ধর্ম অর্থ বুদ্ধ নির্দেশিত আচরণীয় নীতি ও উপদেশ। সঙ্ঘ বলতে বুদ্ধ মার্গ ও ফল লাভী ভিক্ষুসঙ্ঘকে বোঝায়। যাঁরা গৃহত্যাগের মাধ্যমে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন ও বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণে পরম বিমুক্তি লাভ করেন তাঁদেরকে শ্রাবকসঙ্ঘ বলা হয়। 'ত্রিরত্ন' মানে অতীতে যে সমস্ত বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন, বর্তমান গৌতম বুদ্ধ এবং ভবিষ্যতের আর্যমিত্র বুদ্ধ প্রমুখ সব বুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অনুরূপভাবে ধর্ম ও সংঘের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বৌদ্ধরা ত্রিরত্নের গুণাবলি স্মরণ করে সর্বদা বন্দনা করে থাকেন। এজন্য এর নাম ত্রিরত্ন বন্দনা।

তোমরা প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় দুবেলা বন্দনা করবে। তাতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে। মন পবিত্র হবে এবং সৎকর্ম করতে উৎসাহ পাবে।

ত্রিরত্নে যাঁর ভক্তি অচলা, যিনি ত্রিরত্নকে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য মনে করেন, অন্য কোন দেব দেবীর পূজা করেন না; তাঁকেই প্রকৃত বৌদ্ধ বলে। বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ ও সঙ্ঘের নয়গুণ তিনি সর্বদা ভাবনা করেন।

মুচলিন্দ কথা

অথ খো ভগবা সত্তাহস্‌স অচচযেন তম্‌হা সমাধিম্‌হা বুট্‌ঠহিত্বা অজপালনিগ্রোধমূলা যেন মুচলিন্দো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কামিত্ব মুচলিন্দমূলে সত্তাহং একপলঙ্কেন নিসীদি বিমুত্তিসুখ-পটিসংবেদী।

তেন খো পন সমযেন মহা-অকালমেঘো উদপদি, সত্তাহ বদ্দলিকা সীতবাত-দুদ্দিনী। অথ খো মুচলিন্দো নাগরাজা সকভবনা নিক্‌খমিত্বা ভগবতো কাযং সত্তক্‌খত্তুং ভোগহি পরিক্‌খিপিত্বা উপরিমুদ্ধনি মহন্তং ফণং করিত্বা অট্‌ঠাসি "মা ভগবন্তং সীতং, মা ভগবন্তং উণ্‌হং, মা ভগবন্তং ডংস-মকস-বাতাতপ সিরিংসপ সম্ফস্‌সো"তি।

অথ খো মুচলিন্দো নাগরাজা সত্তাহস্‌স অচ্‌চয়েন বিদ্ধং বিগত বলাহকং দেবং বিদিত্বা ভগবতো কায়া-ভোগে বিনিবেঠেত্বা সকরণ্ণং পটিসংহরিত্নেন মানবকবন্নং অভিনিম্মিনিত্বা ভগবতো পুরতো অট্‌ঠাসি অঞ্জলিকো ভগবন্তং নমস্‌সসমানো চ। অথ খো ভগবা এতমত্থং বিদিত্বা তাযং বেলাযং ইমং উদানং উদানেসি।

সুখো বিবেকো তুটঠ্‌স্‌স সুতধম্মস্‌স পস্‌সতো অব্যাপজ্‌ঝং সুখং লোকে পাণভূতেসু সঞ্‌ঞমো, সুখা বিরাগতা লোকে কামানং সমতিক্কমো অস্মিমানস্‌স যো বিনযো এতং বে পরমং সুখন্তি।

শব্দার্থ

পটসংবেদী-অনুভব করলেন; বুট্‌ঠহিত্বা-উঠে; উপসঙ্কমি-উপস্থিত হলেন; উদপাদি-উৎপন্ন হল; সকভবনা-নিজ গৃহ থেকে; নিক্‌খমিত্বা-বের হয়ে; সত্তক্‌খত্তুং-সাতবার; পরিক্‌খিপিত্বা-বেষ্টন করে; উণ্‌হং-উষ্ণ; ডংস-ডাঁস। মকস-মশা; সিরিংসপ-সরীসৃপ (যেসব প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে); বিগত বলাকং-মেঘশূন্য; বিনিবেঠেত্বা-বেষ্টন খুলে; পটিসংহরিত্বা-প্রত্যাহার করে।

মর্মার্থ

ভগবান বুদ্ধ বোধিবৃক্ষমূলে বোধিলাভ করে সাত সপ্তাহ মহাবোধিবৃক্ষের আশেপাশে ধ্যানস্থ হয়ে বিমুক্তিসুখ অনুভব করে কাটিয়েছিলেন। ষষ্ঠ সপ্তাহ মুচলিন্দমূলে অতিবাহিত করেন। সময়টা ছিল গ্রীষ্মঋতুর শেষদিকে। আকাশে হঠাৎ মেঘ উঠে মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। মুচলিন্দ নাগরাজ তা দেখে স্বীয় ভবন থেকে বের হলেন। বুদ্ধের দেহ স্বীয় দেহে সাতবার বেষ্টন করে ফণা তুলে বৃষ্টি, পোকামাকড়, শীত থেকে রক্ষা করতে লাগলেন। নাগরাজ মেঘমুক্ত আকাশ দেখে বুদ্ধের দেহ বেষ্টন খুলে দিলেন। মানবরূপ ধারণ করে তাঁকে বন্দনা করলেন। বুদ্ধ সে সময় যে প্রীতিগাথা উচ্চারণ করেছিলেন তার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

১. যিনি দুঃখময় সংসারে ত্যাগ করে সত্যধর্মে জ্ঞান লাভ করেন; সংযমের মাধ্যমে প্রাণীদের হিতসুখে রত থাকেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ।

২. যিনি কামজগত অতিক্রম করে আমিত্বের মান-অভিমানকে ধ্বংস করেন, তিনিই পরম সুখী।

টীকা

মুচলিন্দ ঃ বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর ষষ্ঠ সপ্তাহ মুচলিন্দ বৃক্ষমূলে ধ্যানসুখে ছিলেন। স্থানটি মহাবোধিবৃক্ষের আশেপাশে অবস্থিত।

রাজাযতন কথা

অথ খো ভগবা সত্তাহস্‌স অচ্‌চযেন সমাধিম্‌হা বুট্‌ঠহিত্বা মুচলিন্দ-মূলা যেন রাজাযতনং তেনুপসঙ্কমি উপসঙ্কমিত্বা, রাজাযতন মূলে সত্তানং একপলঙ্কেন নিসীদি বিমুত্তিসুখ-পটিসংবেদী।
তেন খো পন সমযেন তাপস্‌সু-ভলিকা বাণিজ্য তং দেসং অন্ধান মগ্‌গ পটিপন্না হোন্তি। অথ খো তপস্‌সু ভলিকানং বাণিজানং এ্াতিসালোহিতা দেবতা, তপস্‌সু-ভলিকানং বাণিজা এতদবোচুং "অযং মারিসা, ভগবা রাজযতনমূলে বিহরতি পঠমাভিসম্বুদ্ধো, গচ্ছথ তং ভগবন্তং মন্থেন চ মধুপিণ্ডিকায চ পটিমানেথ, তং বো ভবিস্‌সতি দীঘরত্তং হিতায সুখাযা"তি।

অথ খো তপস্‌সু-ভলিকা মন্থঞ্চ মধুপিণ্ডিকঞ্চ আদায় যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমি্ত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বাং একমন্তং অট্‌ঠংসু। একমন্তং ঠিতা খো তপস্‌সু-ভলিকা বাণিজা ভগবন্তং এতদবোচুং পটিগণ্‌হাতু নো ভন্তে ভগবা মন্থঞ্চ মুখপিন্ডিকঞ্চ য অম্‌হাকং অস্‌স দীঘরত্তং হিতায সুখাযা"তি।
অথ খো ভগবতো এতহোসি-"ন খো তথাগতা হত্থেসু পটিগণ্‌হন্তি, কিম্‌হি নু খো অহং পটিগণ্‌হেয্যং মন্থঞ্চ মধুপিণ্ডিকাঞ্চা"তি। অথো খো চত্তারো মহারাজা ভগবতো চেতসা চেতো পরিবিতক্কমঞ্ঞায চতুদ্দিসা চত্তারো সেলমযে পত্তে ভগবতো উপনামেসুং–"ইধভন্তে, ভগবা পটিগণ্‌হাতু মন্থঞ্চ মধুপিণ্ডিকাঞ্চা"তি পটিগ্‌গহেসি ভগবা পচ্চগ্‌ঘে মন্থঞ্চ মধুপিণ্ডিকঞ্চ পটিগ্‌গহেত্বা পরিভুঞ্জি।
ভগবন্তং ওনীতপত্তপাণিং বিদিত্বা ভগবতো পাদেসু সিরসা নিপতিত্বা বন্দন্তি। অথ খো তপস্‌সু-ভলিকা বাণিজা ভগবন্তং এতদ্‌বোচুং-"এতে মযং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছাম ধম্মঞ্চ, উপাসকে নো ভগবা ধারেতু অজ্জতাযে পাণুপেতে সরণং গতো"তি। তেব লোকে পঠমং উপাসকা অহেসুং দ্বেবাচিকা।

শব্দার্থ

বাণিজা-বণিকগণ; মন্থ-ভাজা যব, ছোলা প্রভৃতির গুঁড়া, ছাতু; মধুপিণ্ড-চর্বি, গুড় ও মধুমিশ্রিত ছাতুর লাড়ু; একমন্তং অট্‌ঠংসু-একপাশে দাঁড়ালেন; দীঘরত্তং-দীর্ঘকাল; পটিগণ্‌হাতু–গ্রহণ করুন; চতুদ্দিসা-চারদিকে; সেলমযে পত্তে-শিলাময় পাত্রে; পরিভুঞ্জি-ভোজন করলেন; এতদবোচুং–এরূপ বললেন।

মর্মার্থ

বুদ্ধ রাজায়তনমূলে এক সপ্তাহ ধ্যানসুখে অতিবাহিত করেছিলেন। তখন তপস্‌সু ও ভলিক নামে দুজন বণিক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের পূর্বসম্পর্কীয় একজন আত্মীয় দেবতা বললেন–বন্ধু! ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করে রাজায়তনমূলে অবস্থান করছেন। আপনারা তাঁকে মধুমিশ্রিত লাড়ু দান করে পূজা করুন। তা আপনাদের ভবিষ্যতের হিত ও সুখের কারণ হবে।

অতঃপর তাঁরা সে দানীয়বস্তু নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ ভাবলেন–তথাগতগণ নিজেদের হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। আমি এ লাড়ু কিসে গ্রহণ করব? তখন চার জন লোকপাল দেবতা তাঁর এ মনোভাব জেনে শিয়ালময় পাত্রসহ উপস্থিত হয়ে বললেন–প্রভু! এ ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করুন। বুদ্ধ সে পাত্র গ্রহণ

করে ভোজন করলেন। বণিকদ্বয় বুদ্ধের ও ধর্মের শরণাগত হলেন। সে থেকে তাঁরা দুজন সর্বপ্রথম দ্বিবাচিক উপাসক নামে খ্যাত হন।

টীকা

রাজায়তন ঃ তথাগত বুদ্ধ সপ্তম সপ্তাহে রাজায়তন বৃক্ষমূলে ধ্যানাসনে বিমুক্তিসুখ উপলব্ধি করেন। সে রাজায়নত বৃক্ষতলে বুদ্ধের ভক্তরা একটি স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করেন। সে চিহ্ন এখন আর নেই। এ স্থানটিও মহাবোধি বৃক্ষের আশেপাশে ছিল।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন

ক. বুদ্ধের নয়গুণ বাংলা অনুবাদসহ পালিতে লেখ।

খ. ধর্মের কয়টি গুণ? তা পালিতে লিখে বাংলায় অনুবাদ কর।

গ. ত্রিরত্ন সম্পর্কে দশ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

ঘ. মুচলিন্দ নাগরাজ কিভাবে বুদ্ধকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন বর্ননা কর।

ঙ. মুচলিন্দ কথার মর্মার্থ লেখ।

চ. 'বুদ্ধের প্রতি অন্যান্য প্রাণীরও শ্রদ্ধা ছিল'-মুচলিন্দ কথার আলোকে উক্তিটি বুঝিয়ে দাও।

ছ. রাজায়তন কথার মর্মার্থ লেখ।

জ. দ্বিবাচিক উপাসক কাঁরা? তাঁরা কিভাবে বুদ্ধের শরণাগত হলেন?

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

ক. 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ কি?

খ. 'ধর্ম' বলতে কি বোঝায়?

গ. 'সংঘ' কাকে বলে?

ঘ. মুচলিন্দ নাগরাজ বুদ্ধকে কেন রক্ষা করেছিলেন?

ঙ. 'সুখো বিবেকো তুট্ঠস্‌স সুতধম্মসস্‌ পস্‌সতো' এটি কার উক্তি এবং কখন বলেছিলেন? উক্তিটি বাংলা অনুবাদ কর।

চ. বণিকদ্বয় কোন দেশের অধিবাসী? তাঁরা বৌদ্ধধর্মে কি নামে পরিচিত হন?

ছ. রাজায়তন বৃক্ষমূলে বুদ্ধ কোন পাত্রে আহার করেছিলেন? পাত্রটি কাঁরা দান করেন?

৩. ঠিক উত্তরটি পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ

ক. সঙ্ঘের গুণ কয়টি?

১. ছয়টি ২. সাতটি

৩. আটটি ৪. নয়টি

খ. 'পুঞ্‌ঞক্‌খেত্তং' বলতে কি বোঝায়?

১. কুরুক্ষেত্র খ. পুণ্যক্ষেত্র

২. যুদ্ধক্ষেত্র গ. শস্যক্ষেত্র

গ. শ্রাবকসঙ্ঘ মার্গ ও ফলভেদে কয় প্রকার?

১. পাঁচ. ২. ছয়

৩. সাত ৪. আট

ঘ. উরুবেলা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

১. সরভূ ২. স্বরস্বতী

৩. অচিরবতী ৪. নৈরঞ্জনা

ঙ. তপস্‌সু ও ভল্লিক কোন দুটি গুণের শরণাগত হয়েছিলেন?

১. বুদ্ধ ও সঙ্ঘ ২. ধর্ম ও সঙ্ঘ

৩. বুদ্ধ ও ধর্ম ৪. সঙ্ঘ ও যক্ষ

চ. নাগরাজ মুচলিন্দ বুদ্ধকে করবার বেষ্টনী দিয়েছিলেন?

১. সাত ২. আট

৩. নয় ৪. দশ

ছ. তপস্‌সু ও ভল্লিক বণিকদ্বয় কোন দেশের অধিবাসী?

১. ভূপাল ২. উৎকল

৩. নেপাল ৪. শ্রীলংকা

জ. বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর মহাবোধিবৃক্ষের আশেপাশে কতদিন ধ্যানসুখে ছিলেন?

১. আটত্রিশ ২. ঊনচলিশ

৩. ঊনপঞ্চাশ ৪. ঊনষাট

তৃতীয় অধ্যায়
জাতকমালা

রোহিণী জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তা সেট্‌ঠীকূলে নিব্‌বত্তিত্বা পিতু অচ্চসেন সেট্‌ঠি ঠানং পাপুণি। তস্‌সাপি রোহিণী নাম দাসী অহোসি। সাপি অত্তনো বিহিপহরণট্‌ঠানং আগন্ত্বা নিপন্নং মাতরং "মক্‌খিকা মে অম্ম বারেহী" তি বুত্তা এবং মুসলেন পহরিত্বা মাতরং জীবিতক্‌খযং পাপেত্বা রোদিতুং আরভি। বোধিসত্তো তং পবত্তিং সুত্বা "অমিত্তো পি ইমস্মিং লোকে পণ্ডিতো'ব সেয্যা" তি চিন্তেত্বা ইমং গাথং আহ-

সেয্যো অমিত্তো মেধাবী, যঞ্চে বালুনুকম্পকো,
পস্‌স রোহিণিকং জম্মিং মাতরং হন্ত্বা সোচতী'তি;
বোধিসত্তো পণ্ডিতং পসংসন্তো ইমায গাথায্ ধম্মং দেসেসি।

শব্দার্থ

বারাণসিযং–বারাণসীতে; রজ্জং কারেন্তে–রাজত্বকালে; নিব্বত্তিত্বা–জন্মগ্রহণ করে; পিতু অচ্চযেন-পিতার মৃত্যুর পর; পাপুণি-প্রাপ্ত হলেন; তস্‌সাপি–তাঁরও; অত্তনো-নিজের; বীহি-ধান; পহরণট্‌ঠাং–মাড়াবার স্থান; আগন্ত্বা–এসে; নিপন্নং–শায়িত; মক্‌খিকা–মাছি; বারেহি-তাড়িয়ে দাও; মুসলেন-মুদ্‌গর (গদা) দ্বারা; জীবিতক্‌খযং-জীবন নাশ; পবত্তিং-ঘটনা; সেয্যো-শ্রেষ্ঠ; বাল-মূর্খ; অনুকম্পকো-দয়ার পাত্র; জম্মিং-বোকা, ইতর; হন্তা-হত্যা করে; সোচিত-শোক করছে; পসংসন্তো-প্রশংসা করে।

মমার্থ

প্রাচীনকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রেষ্ঠীর পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর রোহিণী নামে এক দাসী ছিল। রোহিণীর মা ধান মাড়াবার স্থানে শুয়েছিল। তাঁর গায়ে মাছি বসেছিল। মা মেয়েকে মাছি তাড়াতে বলল। রোহিণি মাছি তাড়াতে গিয়ে মুষলের আঘাতে মাকে মেরে ফেলল। মায়ের মৃত্যুতে সে কাঁদতে লাগল। বোধিসত্ত্ব তা শুনে অজ্ঞানীর নিন্দা ও পণ্ডিতের প্রশংসা করলেন।

পণ্ডিত শত্রু হলেও ভাল, দয়ার পাত্র মূর্খ হলে হিতে বিপরীত করে। নির্বোধ রোহিণীকে দেখ। সে মাতার প্রাণ সংহার করে অনুশোচনা করছে।

উপদেশ ঃ মুর্খ বন্ধুর চেয়ে পন্ডিত শত্রুও ভাল।

মালুত জাতক

অতীতে একস্মিং পব্বতপাদে সীহো চ ব্যগ্‌ঘো চ দ্বে সহায়কা একিস্‌সা যেব গুহাযং বসন্তি। তদা বোধিসত্তোপি ইসিপব্বজং পব্বজিত্বা তস্মিং যেব পব্বতপাদে বসতি। অথেক দিবসং তেসং সহায়কানং সীতং নিস্‌সায বিবাদো উদপাদি। ব্যগ্‌ঘো "কালে যেব সীতং হোতী" তি আহ। সীহো 'জুণ্‌হে যেবা"তি। তে উভোপি অত্তনো কঙ্‌খং ছিন্দতুং অসক্কোন্ত্বা বোধিসত্তং পুচ্ছিংসু। বোধিসত্তো ইমং গাথং আহ-

কালে বা যদি জুণ্‌হে যদা বাযতি মালুতো, বাতজানি হি সীতাপি, উভোপি অপরাজিতা'তি। এবং বোধিসত্তো তে সহাযকে সঞ্ঞাপেসি।

২০২১

শব্দার্থ

একস্মিং-কোন এক; পব্বতপাদে-পাহাড়ের নিচে; চ-এবং; একিস্সাযেব–একই; বসন্তি–বাস করত; তদা-সে সময়; ইসিপব্বজ্জং- ঋষি প্রব্রজ্যা; পব্বজিত্বা–প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে; অথেক দিবসং–অতঃপর একদিন; তেসং-সেই; সহাযকবানং বুন্ধদের মধ্যে; নিস্সায-উপলক্ষ করে; কালে–কৃষ্ণপক্ষে; জুণ্হে–শুক্লপক্ষে; উভোপি-দুজনেই; অত্তনো–নিজের; কঙ্খং-সন্দেহ; ছিন্দিতুং–দূর করতে; পুচ্ছিংসু–জিজ্ঞেস করল; গাথং আহ–গাথা বললেন।

মর্মার্থ

সুদূর অতীতে কোন পাহাড়ের পাদদেশে একটি বাঘ ও একটি সিংহ একত্রে গুহায় বাস করত। তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তখন বোধিসত্ত্ব ঋষি প্রব্রজা গ্রহণ করে সে পর্বতের পাদদেশ থাকতেন। একদিন সেই বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে শীত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হল।

বাঘ বলল– কৃষ্ণপক্ষে শীত হয়। সিংহ বলল–না, শুক্লপক্ষে। দুজনে সন্দেহ দূর করতে পারল না। অবশেষে তারা এক সম্পর্কে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাস করল। তদুত্তরে তিনি বললেন-

কৃষ্ণপক্ষ অথবা শুক্লপক্ষে যখন বায়ু প্রবাহিত হয় তখন শীত হয়। তোমরা দুজনেই অপরাজিত। এরূপে বোধিসত্ত্ব দুই বন্ধুর বিবাদ মীমাংসা করলেন।

উপদেশ ঃ জ্ঞানীলোক মিথ্যা ধারণায় পর্যবসিত হয় না।

জম্বুখাদক জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তা অঞ্ঞতরস্মিং জম্বুসণ্ডে রুক্খদেবতা হুত্বা নিব্বত্তি। তত্রেকো কাকো জম্বুসাখাযং নিসিন্নো জম্বুপক্কানি খাদতি। অথেকো সিগালো আগন্ত্বা উদ্ধং ওলোকেন্তো কাকং দিস্বা "যং নুনাহং ইমস্স অভূতগুণং কথেত্বা জম্বুনি খাদ্যেয্য"ন্তি তস্স বণ্ণং কথেন্তো ইমং গাথং আহ্

কো'যং বিন্দুস্সরোগ্গু পবদন্তানং উত্তমো

অচ্চুতো জম্বুসাখায় মোরচ্ছাপো বা কুজতী'তি

কুলপুত্তো'ব জানাতি কুলপুত্তে পসিংস্সিতং

ব্যাগ্যেঘাচ্ছাপো সুরিথবণ্ণ ভুঞ্জ সম্ম দদামী'তি।

এবঞ্চে পন বত্বা জম্মসাকং চালেত্বা ফলানি পাতেসি।

অথস্মিং জম্বুরুক্খে নিব্বত্তা দেবতা তে উভো'পি

অভূতগুণকথং কথোত্বা জম্বুনি খাদন্তে দিস্বা ততিযং গাথং আহন্ত

চিরস্মং বত পস্সামি মুসাবাদী সমাগতে,

বন্তাদং কুনপাদঞ্চ অঞ্ঞমঞ্ঞং পসংসকে'তি।

ইমঞ্চ পন গাথং বত্বা সো দেবতা ভেরব রূপারস্মনং দস্সেত্বা ততো পলাপেসী'তি।

শব্দার্থ

অঞ্ঞতরস্মিং–কোন এক; জম্বুসণ্ডে–জাম গাছের বনে; রূক্খদেবতা–বৃক্ষদেবতা ; হুত্বা–হয়ে; জম্বুসাখাযং–জাম গাছের ডালে; নিসিন্নো–বসে; জম্বুপক্কানি–পাকা পাকা জাম; ওলোকেন্তো–দৃষ্টিপাত করে; ইমস্স–এর; অভুগুণং–মিথ্যাগুণ; কথেত্বা–বলে; খাদেয্য'ন্তি–খাব' বণ্ণং-প্রশংসা; কো'যং–কে এই ; বিন্দুস্সরো–মধুর স্বরযুক্ত; বগ্গু-মিষ্টভাষী; পবদন্তানং–কথকদের মধ্যে; অচ্চুতো–চ্যুত না হয়ে ;মোরচ্ছাপো–ময়ুরশাবক; নং–তাকে; পটিসংসন্তো–প্রত্যুত্তরে প্রশংসা করতে; সম্ম–বন্ধু; চালেত্বা–নেড়ে; পাতেসি–ফেলল; চিরস্সং–অবশেষে; বন্তাদং–ময়লা ভক্ষণকারী, কাক; কুনপাদঞ্চ–মৃতদেহ ভক্ষণকারী শৃগাল।

মর্মার্থ

বোধিসত্ত্ব এক জাম বনে বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে এক কাক জাম গাছের উপরি শাখায় বসে থাকা ফল খাচ্ছিল। তথায় একটি শৃগাল উপস্থিত হয়ে পাকা জাম খেতে চাইল। সে কাকের মিথ্যা প্রশংসা করে বলল-

শাখায় বসে ময়ূর শাবকের মত কে এত সুন্দর গান করছে?

কাক উত্তরে বলল-

কুলপুত্রই কুলপুত্রের প্রশংসা করে। তোমাকে বাঘের বাচ্চার মত দেখাচ্ছে। বন্ধু, তোমাকে খেতে দিচ্ছি। একে বলে কাক জাম গাছের শাখা নেড়ে জাম ফেলল। অতঃপর বৃক্ষদেবতা তাদের দুজনকে মিথ্যাগুণের প্রশংসা করতে দেখে বললেন-

অবশেষে মিথ্যাবাদীর দেখা পেলাম। ময়লা ভক্ষণকারী কাক এবং মৃতদেহ ভক্ষণকারী শৃগাল একে অপরের মিথ্যা প্রশংসা করছে।

এ গাথা বলে দেবতা ভীষণ আকৃতি প্রদর্শন করে সে স্থান থেকে তাদের দুজনকে তাড়িয়ে দিল।

উপদেশ ঃ মিথ্যা দিয়ে কখনো সত্যকে আবৃত করা যায় না।

বহুভানি জাতক

অতীতে হিমবন্ত পদেসে একস্মিং সরে কচ্ছপো বসতি। দ্বে হংস-পোতকা গোচরায় চরন্তা তেন সদ্ধিং বিস্সাসং কত্বা দলহবিস্সাসিকা হুত্বা এক দিবসং কচ্ছপং পুচ্ছিংসু-"সম্ম, অম্হাকং হিমবন্তে চিত্তকূট-পব্বত-থলে কাঞ্চন গুহাযং বসনট্‌ঠানং রমণীযো পদেসো, গচ্ছিস্সসি অম্হেহি সদ্ধিং"তি?-"অহং কথং গমিস্সামী"তি? মযং তুং নেস্সাম সচে মুখং রক্‌খিতুং সক্কিস্সসি" তি। "সক্‌খিস্সামি সম্মা, গহেত্বা মং গচ্ছথা"তি। তে সাধূ"সি বত্বা একং দণ্ডকং কচ্ছপং ডসাপেত্বা তস্স উভো কোটিযো ডসিত্বা আকাসং পক্‌খন্দিংসু।

তং তথা হংসেহি নীযমানানং গাম দারকা দিস্বা "দ্বে হংসা কচ্ছপং দণ্ডেন বহন্তী"তি আহংসু। কচ্ছপো "যদি মং সহাযকা নেন্তি, তুম্হাকং এত্থ কিং দুট্‌ঠচেটকা"তি বথুকামো হংসানং সিঘবেগতায বারাণসী-নগরে রাজনিবেসনস্স উপরিভাগং সম্পত্তকালে দট্‌ঠট্‌ঠানতো দণ্ডকং বিস্সজ্জিত্বা রাজাঙ্গণে পতিত্বা দ্বেধা ভিজ্জি। তথা ইমং অতীতং আহরিত্বা গাথং আহ-

অবধি বত অত্তানং কচ্ছপো ব্যাহং গিরং,

সুগ্‌গতিতস্মিং কট্ঠস্মিং বাচায সকিযবাধি;

এবম্পি দিস্বা নরবিরিযসেট্‌ঠ্ বাচং পমুঞ্চে,

কুসলং নতিবেলং পস্সসি বহুভানেন কচ্ছপং;

ব্যাসনং গতন্তি বহুভানি জাতকং বিখারেসি।

শব্দার্থ

বহুভানি-যে বেশি কথা বলে; সরে-সরোবরে; হংসপোতকা-হাঁসেরবাচ্চা; গোচরায়-আহারের জন্য; চরন্তা-বিচরণ করতে করতে; সদ্ধিং-সাথে; বিস্সাসং-বিশ্বাস; দল্হ-দৃঢ়; অম্হাকং-আমাদের; চিত্তকূট পব্বতথলে-চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে; কাঞ্চনগুহাযং-স্বর্ণময় গুহায়; বসনট্‌ঠানং-বাসস্থান; নেস্সাম-নিয়ে যাব; রক্‌খিতুং-রক্ষা করতে; সক্কিস্সসি-সমর্থ হও; দণ্ডকং-লাঠি; ডসাপেত্বা- কামড়ায়ে ধরে; কোটিযো-প্রান্তদেশে; পক্‌খন্দিংসু-উড়ে চলল; নযিমাং-নেওয়ার সময়; দুট্‌ঠ্চেটকা-ঈর্ষা; সীঘবেগতায়-দ্রুতিগতির জন্য; রাজনিবেসনস্স-রাজপ্রাসাদের; বিস্সজ্জিত্বা-চ্যুত হয়ে; গিরং-বাক্য; সকিযাবধি-নিজেকে নিহত করল; পমুঞ্চে-ব্যবহার করবে; ব্যসনং-বিপদ; বিখারেসী-বর্ণনা করলেন।

মর্মার্থ

এক সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করত। দুটি হংসশাবক আহারের অন্বেষণে বিচরণ করতে করতে তার সাথে প্রীতির বন্ধনে, আবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত বিশ্বাসপরায়ণ হয়েছিল। হংসশাবকদ্বয় পাদদেশে চিত্রকূট পর্বতের কাঞ্চন গুহায় নিচে অবস্থিত জলপূর্ণ সরোবরে কচ্ছপকে নিতে চাইল। কারণ গ্রীষ্মের তাপদগ্ধে এ সরোবরে জল শুকিয়ে গিয়েছিল। কচ্ছপ সানন্দে সম্মত হয়। সে একটি লাঠি কামড়িয়ে ধরল। হংসশাবকেররা তাকে বারণ করে দিল, সে যেন কথা না বলে। হংসশাবকের তাকে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে যাবার সময় গ্রাম্য বালকেরা তা দেখে বরাবলি করতে লাগল–দেখ, দুটি হাঁস একটি কচ্ছপকে লাঠিতে করে নিয়ে যাচ্ছে। কচ্ছপ একথা শুনে, যদি আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যায় তাতে কেন এত ঈর্ষা–এ কথা বলতে গিয়ে হাঁসগুলোর দ্রুতিগতির জন্য বারাণসী নগরের রাজপ্রাসাদের ছাদের উপরে পতিত হয়ে কচ্ছপ মৃত্যুমুখে পতিত হল।

বন্ধু তখন অতীত প্রসঙ্গো উত্থাপন করে বললেন- কচ্ছপ কথা বলে নিজেকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করল। কাষ্ঠকে দৃঢ়ভাবে ধরলেও বাক্যদ্বারা নিজেকে নিহত করেছিল। বীর্যশীল ব্যক্তিরা সাবধানে মঙ্গালজনকবাক্য প্রয়োগ করেন যাতে অতিরিক্ত কথা বলার জন্য বিপদগ্রস্ত হতে না হয়।

উপদেশ ঃ অতিভাষণ কারো জন্য মঙ্গাল নয় বরং চ মূর্খের নামান্তর।

গঙ্গোয্য জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো গঙ্গাতীরে রুক্খদেবতা অহোসি। তদা গঙ্গাযমুনানং সঙ্গামট্ঠানে গঙ্গাগেয্যো চা যমুনেয্যো চ দ্বে মচ্ছা "অহং সোভমি, ত্বং সোভসী"তি রূপং নিস্সায বিবাদমানা অবিদূরে গঙ্গায তটে নিপন্নং দিস্বা "এস অম্হাকং সোভনভাবং বা অসোভনভাবং বা জানিস্সতী" তি তং উপসংকমিত্বা "কিন্নু খো সম্ম কচ্ছপ, গঙগেয্যো সোভতি উদাহু যামুনেয্যো"তি পুচ্ছিংসু।

কচ্ছপো গঙ্গেয্যাতি যামুনেয্যোপি তুমহেহি পন দ্বীহি অহং এব অতিরেকতরং সোভামী"তি ইমং অত্থং পকাসেন্তো পঠমং গাথং আহ সোভন্তি মচ্ছা গঙ্গেয্যা অথ সোভিত যমুনা, চতুপ্পদ, যং পুরিসো নিগ্রোধপরিমন্ডলো ইসকাযতগীব চ সব্বে বা অতিরোচতী"তি।

মচ্ছা তস্স কথং সুত্বা "অম্ভো পাক কচ্ছপো, অম্হেহি পুচ্ছিতং অকথেত্বা অঞ্ঞমেব কথেসী"তি বত্বা দুতিযং গাথং আহংসু-

যংপুচ্ছিতং ন তং অক্খা,

অঞ্ঞং অক্খানে পুচ্ছিতো।

অত্তপসংসকো পোসো নাযং অম্হাকং রুচ্চতী"তি।

শব্দার্থ

গঙ্গাযযমুনানং–গঙ্গা ও যমুনা-নদীর; সঙ্গমট্ঠানে–সঙ্গামস্থানে, মিলনস্থানে; গঙ্গেয্য–গঙ্গা নদীর অধিবাসী; সোভামি-সুন্দর হই; বিবদমানা–ঝগড়া করতে করতে; অবিদূরে-নিকটে; নিপন্নং–শায়িত; সোভনভাবং-সুশ্রীভাব; অসোভনবাবং-কুশ্রীভাব; জানিস্সতি–জীবনে; কিং–কি; অতিরেকতরং–আরও বেশি; পকাসেন্তো–প্রকাশ করতে; চতুপ্পদাযং–এ চতুষ্পদ, নিগ্রোধ পরিমন্ডল–সম্পূর্ণ গোলাকার; ইসকাযতগীব–একটু গ্রীবাযুক্ত; অতিরোচতি–আরও; অম্ভো–ওহে; পুচ্ছিতং-জিজ্ঞাসিত; অকথেত্বা–না বলে; অঞ্ঞমেব–অন্য বিষয়; অক্খা-বলেছ; অত্তপ সংসকো–আত্মপ্রশংসাকরী; রুচ্চতি–পছন্দ হচ্ছে।

২০২১

মর্মার্থ

এক সময় বোধিসত্ত্ব গঙ্গাতীরে সৌভাগ্যশালী বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন গঙ্গা যমুনার মিলনস্থানে দুটি মাছ বাস করত। তাদের নামও ছিল গাঙ্গেয় ও যমুনেয়। তাদের মধ্যে 'কে সুন্দর'–এ নিয়ে ঝগড়া হল। তার পাশে গঙ্গার তীরে শায়িত এক কচ্ছপকে দেখতে পেল। তাকে তাদের দুজনের মধ্যে 'কে সুন্দর' তা মীমাংসা করে দিতে বলল। কচ্ছপ উত্তর দিল-

তোমরা দুজনেই সুন্দর; তার চেয়ে আমি আরও সুন্দর। মৎস্য দুটি তার কথা শুনে বলল–ওহে মন্দমতি কচ্ছপ, আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্য কথা বলছ কেন? তোমার আত্ম-প্রশংসার কথা ত আমরা জিজ্ঞেস করিনি।

উপদেশ ঃ আত্ম-প্রশংসাকারীকে কেউ পছন্দ করে না।

টীকা

বারাণসী ঃ প্রাচীন কাশী রাজ্যের রাজধানী ছিল। বরুণা ও অসি-এ দু নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলে এ স্থানে নাম হয় বারাণসী। এর নিকট ইসিপতন বা মৃগদাব নামক স্থানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেন।

ব্রহ্মদত্ত ঃ বারাণসীর রাজা ছিলেন। অধিকাংশ জাতকেই এ নামের উলেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এটি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। বংশগত উপাধিমাত্র।

বোধিসত্ত্ব ঃ সুমেধ তাপস দীপংকর বুদ্ধের নিকট বুদ্ধত্ব লাভের জন্য প্রণিধান করেছিলেন। সে সময় থেকে তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত পারমীসমূহ পূর্ণ করেন। ফলে বন্ধুত্ব লাভের যোগ্য হন। তাঁর এ জীবন পর্যায়কে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। 'বোধি' মানে জ্ঞান এবং সত্ত্ব' অর্থ জীব। সুতরাং বোধিসত্ত্ব বলতে যার ভিতর জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে তাকে বোঝায়।

জাতক ঃ ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের কাহিনীগুলোকে জাতক বলা হয়। তিনি বোধিসত্ত্ব হিসেবে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জন্মের এক একটি ঘটনা নিয়ে প্রত্যেকটি জাতক রচিত হয়েছে। কিন্তু ফৌজবল কর্তৃক রচিত জাতের সংখ্যা ৫৪৭টি।

তোমরা জাতকগুলোর উপদেশ মেনে চলবে। জাতক পাঠে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে। মানুষ সুচতুর হয়। ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলা যায়। ধর্মীয় উপদেশ নিয়ে তোমরা গল্প লিখতে উদ্যোগী হবে। তাতে তোমাদের জ্ঞান আরও বিকশিত হবে।

অনুশীলনী

১. **রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

ক.রোহিণী জাতকটি তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

ক.মালুত জাতক সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

গ.জম্বুখাদক জাতকে শাখায় বসে কি ফল খাচ্ছিল? কে তার প্রসংসা করেছিল? তাদের উভয় স্বভাব কিরূপ ছিল?

ঘ.বহুভানি জাতকের মূলভাব লিপিবদ্ধ কর।

ঙ.'আত্ম-প্রশংসাকারীকে কেউ পছন্দ করে না'–এটি কোন জাতকের উপদেশ? কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

ক. রোহণী কে? সে তার মাকে মেরে ফেলে কাঁদতে লাগল কেন?

খ. বাঘ ও সিংহের মধ্যে কি নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয়? বোধিসত্ত্ব তাদেরকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

গ. 'কুলপুত্রই কুলপুত্রের প্রশংসা করে"-উক্তিটি কোন জাতকের? উক্তিটির পালি অনুবাদ কর।

ঘ. মযং ত্বং নেস্‌সাম, সচে মুখং রক্‌খিতুং সক্কিস্‌সলি-পালি উদ্ধৃতিটির বাংলা অনুবাদ কর।

ঙ. দুজনের মধ্যে কে সুন্দর? কথাটি কোন জাতকের? উক্ত জাতকে উলিখিত মৎস্য দুটির নাম বল।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. চিরস্‌সং বত -------- মুসাবাদী,
বন্তাদং কুণপাদঞ্চ ---------- পসংসকে'তি।

খ. অবধি বত -------কচ্ছপো---------গিরং
সুগ্‌গহিতাস্মিং কট্ঠস্মিং সকিযাবধি।

৪. উভয় পাশের বাক্যাংশের মিল কর ঃ

ক.	তস্‌সা'পি রোহিণী নাম	ক.	একস্মিং সরে কচ্ছপো বসতি।
খ.	বোধিসত্তো ইমং	খ.	ত্বং সোভসি।
গ.	অতীতে হিমবন্ত পদেশে	গ.	দাসী অহোসি।
ঘ.	অহং সোভামি	ঘ.	গাথং আহ।

৫. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ

ক. বারাণসীতে কে রাজত্ব করতেন?
১. সোমদত্ত ২. ব্রহ্মদত্ত
৩. জয়দত্ত ৪. ভুরিদত্ত

খ. রোহিণী তার মাকে কিসের দ্বারা আঘাত করেছিল?
১. অস্ত্রের ২. তীরের
৩. বুটের ৪. মুষলের

গ. 'পুচ্ছিংসু' শব্দের বাংলা অর্থ কোনটি?
১. জিজ্ঞেস করি ২. জিজ্ঞেস করছি
৩. জিজ্ঞেস করবে ৪. জিজ্ঞেস করল

ঘ. গঙ্গাতীরে বৃক্ষদেবতারূপে কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
১. হরিদত্ত ২. বুদ্ধদত্ত
৩. বোধিসত্ত্ব ৪. ঋষিদত্ত

ঙ. চিত্তকূট পর্বতের নিচে অবস্থিত গুহার নাম কি?
১. অঞ্জন ২. ভঞ্জন
৩. কাঞ্চন ৪. ব্যঞ্জন

চ. 'বিন্দুস্‌সরো' বলতে কি বোঝ?
১. মধুর স্বরযুক্ত ২. কর্কশ স্বরযুক্ত
৩. হীন স্বরযুক্ত ৪. প্রিয় স্বরযুক্ত

২০২১

চতুর্থ অধ্যায়
ধম্মপদট্‌ঠ কথা
ধম্মিক উপাসকস্‌স বত্থু

সাবত্থিযং কির পঞ্চসতা ধম্মিক উপাসকা নাম অহেসুং। তেসু একেকস্‌স পঞ্চ পঞ্চ উপাসক সতানি পরিবারা। যো তেসং জেট্‌ঠকো তস্‌স সত্ত পুত্তা সত্ত ধীতরো। তেসু একেকস্‌স একেকা সলাকযাগু সলাকভত্তং পক্‌খিকভকং নবচন্দভত্তং বস্‌বাস্‌সিকং। তেপি সব্বেব অনুজাতপুত্তা নাম অহেসুং। ইতি চুদ্দসন্নং পুত্তানং ভরিযায উপাকস্‌সতি সোল্‌স সলাকযাগু আদীনি পবত্তন্তি। ইতি সো সপুত্তদারো সীলবা কল্যাণধম্মো দান সংবিভাগরতো অহোসি।

অথস্‌স অপরভাগে রোগে উপ্পজ্জি; আযুসঙ্খারো পরিহাযি। সো ধম্মং সোতুকামো অটঠ্‌ বা সোলস বা ভিক্‌খু পেসেথা'তি সথু সন্তিকং পহিণি। সথা পেসেসি। তো গন্ত্বা তস্‌স মঞ্চং পরিবারেত্বা পঞ্‌ঞত্তেসু আসনেসু নিসিন্না।

"ভন্তে, অয্যানং মে দস্‌সনং দুলভং ভবিস্‌সতি,

দুব্বলোম্‌হি, একং মে সুত্তং সজ্‌ঝাথা'তি বুত্তে-

"কতরং সুত্তং সোতুকামো উপাসকা"তি?

"সব্ববুদ্ধনং অবিজহিতং সতিপট্‌ঠান সুত্তংতি বুত্তে-

"একাযনো অযং ভিক্‌খবে, মগ্‌গো সত্তানং

বিসুদ্ধযা'তি সুত্ততং পট্‌ঠপেসুং।"

তস্মিং খণে ছহি দেবলোকেহি সব্বালঙ্কার পতিমণ্ডিতা সহস্‌সসিন্ধবযুত্তো দিসড্‌ঢযোজন সতিকা ছ রথা আগমিংসু। তেসু ঠিতা দেবতা অহমাকং দেবলোকং নেস্‌সাম, অমহাংকং দেবলোকং নেস্‌সামী'তি–"আম্ভো, মত্তিকাভাজনং ভিন্দিত্বা সুবণ্ন ভাজনং গণ্‌হন্তো বিস অম্‌হাকং দেবলোকে অভিরমিতুং ইধ নিব্বত্তাহী"তি বদিংসু। উপাসকো ধম্মসরণন্তরাযং অনিচ্ছন্তো- "আগমেথ, আগমেথা" তি আহ্‌। ভিক্‌খূ 'অম্‌হহে বারেতী'তি সঞ্‌ঞায তুণ্‌হি অহেসুং। অথস্‌স পুত্তধীতরো–"অম্‌হাকং পিতা ধম্মসবণেন অতিত্তো অহোসি, ইদানি পণ ভিক্‌খূ পক্কোসাপেত্ব সজ্‌ঝাযং কারেত্বা সযমেব বারেতি। মরণস্‌স অভাযন্তো নাম নত্থী"তি বিবরিংসু। ভিক্‌খূ ইদানি অনোকাসোতি উট্‌ঠায পক্কমিংসু।

উপাসকো থোকং বীতিনামেত্বা সতিং লভিত্বা পুত্তো পুচ্ছি–"কস্মা কন্দথা"তি?

"তাত, তুম্‌হে ভিক্‌খূ পক্কোসাপেত্বা ধম্মং সুণন্তো সযমেব বারযিত্থ অথ মযং মরণস্‌স অভাযনকসত্তো নাম নত্থী"তি কন্দিম্‌হা'তি।

অয্যা পন কুহিং"তি।

"অনোকাসোতি উট্‌ঠাযাসনা পক্কন্তা"তি।

"তাতা, নাহং অয্যোহি সন্ধিং কথেমী"তি।

"অথ কেন সন্ধিং কথেসি তাতা"তি?

ছহি দেবলোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্কারিত্বা আদায আকাসে ঠত্বা "অম্‌হাকং দেবলোকে অভিরম্‌, অম্‌হাকং দেবলোকে অভিরমা"তি সদ্দং করোন্তি, তাহি সন্ধিং কথেমী"তি।

"কুহিং তা, রথা, ন মযং পস্সামা:ভি বুত্তে

"অত্থি তাতা"তি।

"কতর দেবলোকে রমণীযো"তি?

"সব্বাবোধিসত্তানং বুদ্ধমতা পিতুন্নঞ্চ পিতুন্নঞ্চ বসিতট্ঠানং তুসিতভবনং রমণীযং তাতা"তি। "তেনহি তুসিতভবনতো অগতরথে লগ্গতূ'তি পুপ্ফদামং খিপথা'তি।

তে খিপিংসু। তং রথধুরে লগ্গিত্বা আকাসে ওলম্বি। মহাজনো তদেব পস্সতি, রথং ন পস্সতি। উপাসকো–"পস্সথ তুং পুপ্ফাদামং"তি বত্বা–"আম পস্সামা"তি বুত্তে–

"এতং তুসিতভবনতো আগরথে ওলম্বতি, অহং তুসিতভবনং গচ্ছামি, তুম্হে মা চিন্তযিত্থ মম সন্তিকে নিব্বত্তিতুকামা হুত্বা ময়া কতনিযামেনেব পুঞ্ঞানি করোথা"তি বত্তা কালং কত্বা রথে পতিট্ঠাসি। তাবদেবস্স তিগাবুতপ্পমাণো সট্ঠিসকট ভারালঙ্কার পতিমণ্ডিতো অত্তভাবো নিব্বত্তি। অচ্ছরা সহস্সং পরিবারেসি, পঞ্চ বীসতি যোজনিকং কনকবিমানং পাতুরহোসি।

শব্দার্থ

ধম্মিকো উপাসকস্স বত্থু-ধার্মিক উপাসকের কাহিনী; পঞ্চসতা–পাঁচশত; অহেসুং–ছিল; একেকস্স–প্রত্যেকের ; সলাক–পালানুক্রমে সপুত্তদারো-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ; দানসংবিভাগরতো–দানকার্যে রত; আযুসঙ্খারো পরিহাযি–অযু শেষ হয়ে গেল; সোতুকামো–শুনতে ইচ্ছা করে; সুত্থুসন্তিকং–শাস্তার নিকট; পহিণি–পাঠালেন;পরিবারেত্বা–ঘিরে; পঞ্ঞত্ত–প্রদত্ত; নিসিন্না–বসলেন; সজ্ঝাথ–শুনান; অবিজহিতং–অপরিত্যাজ্য; একাযনো–একটি মাত্র; সত্তানং-প্রাণিগণের; পট্ঠপেসু–আরম্ভ কররেন; তস্মিং খণে–সে সময়ে; সব্বালঙ্কার পতিমণ্ডিতা–সর্ব অলংকারে সজ্জিত; দিসড্ঢযোজন–দেড়শত যোজন; নেস্সাম–নেব; মত্তিকভাজনং–মাটির পাত্র; ভিন্দিত্বা–ভেঙে; গণ্হন্তো–গ্রহণ করে; অভিরামিতুং–উপভোগ করতে; সঞ্ঞায–মনে করে; বারোতি–নিষেধ করেন; অনোকাসোতি–অসময় বলে; পক্কন্তি–চলে গেলেন; বসিতট্ঠানং–বাসস্থান।

মর্মার্থ

শ্রাবস্তীতে পাঁচশত ধার্মিক উপাসক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ধার্মিক তার চৌদ্দজন পুত্রকন্যা ছিল। তাঁরা ভিক্ষুসংঘকে প্রতিদিন পালাক্রমে যাগু–ভাত দান দিত। শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকত। এভাবে পরিবারের সবাই কল্যাণধর্মে নিরত থাকত। অতঃপর একদিন উপাসক রোগাক্রান্ত হলেন। আয়ু শেষ হয়ে এল। মৃত্যুক্ষণে ধর্ম শুনতে চাইলেন। জেতবন থেকে একদিন উপাসক রোগাক্রান্ত হলেন। আয়ু শেষ হয়ে এল। মৃত্যুক্ষণে ধর্ম শুনতে চাইলেন। জেতবন থেকে আটজন ভিক্ষু আসলেন। তাঁরা উপাসকের শয্যার পাশে প্রদত্ত আসনে বসলেন। উপাসক বললেন–ভন্তে, আপনাদের দর্শন আমার পক্ষে দুর্লভ হবে। আমি এখন মৃত্যুর পথযাত্রী। আমাকে স্মৃতিপ্রস্থান সূত্র পাঠ করে শুনান। ভিক্ষুরা সূত্র পাঠ করতে লাগলেন।

সে সময় ছয় দেবলোক থেকে দেবতারা ছয়টি সুন্দর রথ নিয়ে উপাসকের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা নিজ নিজ দেবলোকের প্রশংসা করে রথে উঠতে বললেন। উপাসক ধর্মশ্রবণে এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ করলেন না! তিনি দেবতাদিগকে বললেন–আপনারা এখন অপেক্ষা করুন। ভিক্ষুরা তাঁদের সূত্র পাঠ করতে নিষেধ করলেন মনে করে নীরব হলেন। তাঁরা বিহারে চলে গেলেন। ছেলেমেয়েরা কাঁদতে লাগল। উপাসক অল্পক্ষণ পর জেগে উঠে বললেন-তোমরা কাঁদছ কেন? আর্যরা এখন কোথায়? তারা উত্তর দিল–ভিক্ষুগণ চলে গেছেন। উপাসক বললেন-আমি তাঁদেরকে নিষেধ করি নি। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য দেবতারা রথ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা শব্দ করে আমার ধর্ম শ্রবণের বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে বলে আমি তাঁদেরকে বারণ করেছি। তাঁর প্রমাণ স্বরূপ উপাসক ছেলেদেরকে আকাশের দিকে একটি ফুলের মালা ছুঁড়তে বলেন। তা শূন্যে ঝুলতে লাগল। পরমুহূর্তে উপাসকের মৃত্যু হল। তিনি তুষিত দেবলোকে উপনীত হলেন।

উপদেশ ঃ কৃতপুণ্য ব্যক্তিরা ইহ-পর উভয় লোকে আনন্দিত হয়।

দ্বে সহায়ক ভিক্‌খুনং বত্থু

সাবত্থিবাসিনো হি দ্বে কুলপুত্তা সহায়কা বিহারং গন্ত্বা সত্থুধম্মদেসনং সুত্বা কামে পহায সাসনে উরুং দত্বা পব্বাজিত্বা পঞ্চ বস্‌সানি উপজ্‌ঝযনিং সন্তিকে বসিত্বা সত্থারং উপসংকমিত্বা সাসনে ধুরং পুচ্ছিত্বা বিপস্‌সানাধুরঞ্চ গন্ধধুরঞ্চ বিত্থারতো সুত্বা একো তাব "অহম্ভন্তে, মহলককালে পব্বাজিতো, ন সক্‌খিস্‌সামি গন্থধুরং পূরেতাং, বিপস্‌সনাধুরং পন পূরেস্‌সামী"তি যাব অরহত্তা বিপস্‌সনং কথাপেত্বা ঘটেন্তো বাযমন্তো সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপুণি।

ইতরো পন "অহং গন্থধুরং পূরেস্‌সামী"তি অনুক্কমেন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্‌গণ্‌হিত্বা গতগতট্‌ঠানে ধম্মং দেসেতি, সরভঞ্‌ঞং ভণতি, পঞ্চন্নং ভিক্‌খুগতারং ধম্মং বাচেন্তো বিচরতি, অট্‌ঠারসন্নং মহাগণানং আচরিযো অহোসি। ভিকখূ সত্থু সান্তিকে অম্মট্‌ঠানং গণেত্বা ইতরস্‌স থেরস্‌স বসনট্‌ঠানং গন্ত্বা তস্‌সোবাদে ঠত্বা অরহত্ত পত্বা থেরং বন্দিত্বা–"সত্থারং দট্‌ঠকামম্‌হা"তি বদন্তি।

থের–"গচ্ছাথাবুসো মম বচনেন সত্থারং বন্দিত্বা অসীতি মহাথেরে বন্দথ, সহাযকথেরম্পি মে অম্‌হাকং আচরিযো তুম্‌হ বন্দতী'ত বন্দথা'তি।

তে বিহারং গন্ত্বা সত্থারঞ্চ থেরে চ বন্দিত্ব "ভন্তে, অম্‌হাকং আচরিযো তুম্‌হ বন্দতী"তি বুত্তে ইতরেন চ "কো নাম এসো"তি বুত্তে "তুমহাকং সহাযকভিক্‌খু ভন্তে"তি বদন্তি। এবং থেরো পুনং সাসনং পহিনন্তে সো ভিক্‌খু থোকং কালং সহিত্বা অপরভাগে সহিতুং অসক্কোন্তো "অম্‌হাকং আচরিযো তুম্‌হে বন্দতী"তি বুত্তে "কো এসো"তি বত্বা "তুম্‌হাকং সহাযকভিকখু"তি বুত্তে "কিম্পন তুম্‌হে তস্‌স সন্তিকে গহিতং, কিং দীঘনিকার্যসাদিসু অঞ্‌ঞতরো নিকাযো, তীসু পিটকেসু এবং পিটকং"তি বত্বা "চতুস্পদিকম্পি গাথং ন জানাতি, পুংসুকুলং গহেত্বা পব্বজিতকালে যেব অরঞ্‌ঞং পবিট্‌ঠো, বহু বত অন্তবাসিকে লভি, তস্‌স আগতকালে মযা পঞ্‌হং পুচ্ছিতুং বট্টতী"তি চিন্তেসি।

অথ অপরভাবে থেরো সত্থারং দট্‌ঠমাগতো সহায়ক থেরস্‌স সন্তিকে পত্তচিবরং ঠপেত্বা গন্ত্বা সত্থারং চেব অসীতিমহাথেরে বন্দিত্বা সহাযকস্‌স বসনট্‌ঠানং পচ্ছাগমি। অথস্‌স সো বত্তং কারেত্বা সমক্ষপমানং আসনং গহেত্বা পঞহং পুচ্ছিস্‌সামী"তি নিসীদি। তস্মিং খনে সত্থা–"এস এবরূপং মম পুত্তং বিহেঠেত্বা নিরযে নিব্‌বত্তেয্যা"তি তস্মিং অনুকম্পায বিহারচারিকং চরন্তো বিয তেসং নিসিন্নট্‌ঠানং গন্ত্বা পঞ্‌ঞত্তে বুদ্ধাসনে নিসীদি।

নিসজ্জ খো পন গন্থিকভিক্‌খুং পঠমজ্‌ঝানে পঞ্‌হং পুচ্ছিতা তস্মিং কথিতে দুতিযজ্‌ঝানং আদিং কত্বা অট্‌ঠসুপি সমাপত্তীসু রূপারূপে চ পঞ্‌হং পুচ্ছি ইতরো সব্‌বং কথেসি।

অথ নং সোতাপত্তিমগ্‌গে পঞ্‌হং পুচ্ছি। ইতরো কথেতুং নাসক্‌খি। ততো খীণাবসথেরং পুচ্ছি। থেরো কথেসি। সত্থা "সাধু সাধু ভিক্‌খু"তি অভিনন্দিত্বা সেসমগ্‌গেসুপি পটিপটিযা পঞ্‌হং পুচ্ছি। গন্থিকো একম্পি কথিতং নাসক্‌খি খীণাসবো পুচ্ছিতং পুচ্ছিতং কথেসি। সত্থা চতূসু ঠানেসু তস্‌স সাধুকারং অদাসি। সত্থা ইমং পকরণে ইমং গাথং অভাসি॥

বহুম্পিচে সহিতং ভাসমানো

ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো

গোপে'ব, গাবো গণযং পরেসং।

ন ভাগবা সাঞ্‌ঞস্‌স হোতি।

২০২১ অপ্পম্পি চে সহিতং ভাসমানো

ধম্মসস হোতি অনুধম্মচারী,

রাগঞ্চ দোসোঞ্চ পহায মোহং

সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো;

অনুপাদিযানো ইধ বা হুরং বা

স ভাগবা সাঞ্ঞস্স হোতী'তি।

শব্দার্থ

কুলপুত্তা–সদ্বাংশজাত; দ্বে সহাযক ভিক্খুনং বত্থু–দুই বন্ধু ভিক্ষুর কাহিনী; পহায–পরিত্যাগ; উপসংকত্বা–উপস্থিত হয়ে; আচরিযুপজ্ঝাযানং (আচারিয+উপজ্ঝাযানং)–আচার্য ও উপাধ্যায়ের; মহলককালে বৃদ্ধবয়সে; পূরেস্সামি–পুরণ করব; বিপস্সানধুরং–বিদর্শন ধুর (পথ); গন্থধুরং–গ্রন্থধুর; অনুক্কমেন–ক্রমে ক্রমে; গতগতট্ঠানে–যেখানে সেখানে যেতেন; সরভঞ্ঞং–মধুরস্বরে; কম্মট্ঠানং–কর্মস্থান; মহাগণনাং–মহাপরিষদের; দুট্ঠকামম্হা–আমরা দেখতে ইচ্ছা করি; গচ্চথাবুসো–(গচ্ছথ+ আবুসো) যাও, বন্ধু (ভিক্ষুদের প্রতি নম্র সম্বোধন); কো নাম এসো?–সে কে? কিম্পন (কিং + পন)–এখন কি (প্রশ্ন অর্থে); সহিতং অসক্কোন্তো–সহ্য করতে না পেরে ; পুংসুকুলং–পাংশুকুল (ধুসর বর্ণ); পঞ্হং প্রশ্ন; তক্করো–কর্মদক্ষ, চোর; গোপে–রাখাল; গণযং–গণনা; অপ্পম্পি–অল্পও; সামঞ্ঞসস্–শ্রামণ্যের ভাগবা–অংশীদার।

মর্মার্থ

শ্রাবস্তীর দুই বন্ধু বুদ্ধের উপদেশ শুনে প্রব্রজা গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন বয়স্ক এবং অপরজন যুবক ছিলেন। তাঁরা পাঁচ বছর গুরুর নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করলেন। পরে বয়স্ক ভিক্ষু বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে অর্হত্বফল লাভ করেন।

যুবক ভিক্ষু গ্রন্থধূর অবলম্বন করে ত্রিপিটকের বুদ্ধবচনসমূহ শিক্ষা করতে লাগলেন। তিনি সেখানে যেতেন সেখানে মধুরস্বরে ধর্মদেশনা করতেন। তিনি আঠারটি পরিষদের আচার্য ছিলেন।

বিদর্শন সমাপ্তকারী ভিক্ষুরা একদিন জেতবনে বুদ্ধ-দর্শনে যাচ্ছিলেন। অর্হৎ স্থবির তাঁদেরকে বললেন–তোমার ভগবানকে বন্দনা শেষে বন্ধু ভিক্ষুর কুশল জিজ্ঞেস করবে। তাঁকে আমার বন্দনা জানাবে। ভিক্ষুরা জেতবনে উপস্থিত হয়ে বন্ধু ভিক্ষুর সাথে দেখা করে এরুপ বলবেন- আচার্য আপনাকে বন্দনা করেছেন। বন্ধু ভিক্ষু পাণ্ডিত্যের অহংকারে না চেনার ভান করে বললেন-সে কে? সে ত্রিপিটকের কি জানে? সে এলে আমি তাকে ত্রিপিটক থেকে প্রশ্ন করব।

অতঃপর একদিন অর্হৎ স্থবির ভগবানকে দেখতে এলেন। গ্রন্থধুর ভিক্ষু তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে পাশে বসলেন। বুদ্ধ তা অবগত হয়ে চিন্তা করলেন-এ ভিক্ষু বিমুক্ত ভিক্ষুকে তচ্ছু-তাচ্ছিল্য করে নরকে উৎপন্ন হবে। তাই তিনি উভয়কে ধ্যানের বিবিধ স্তর সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। অর্হৎ ভিক্ষু চারটি ধ্যানের অন্তর্গত সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। গ্রন্থধুর ভিক্ষু তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান সম্পর্কে নীরব রইলেন। যাঁরা মার্গ–ফললাভী নন তাঁদের এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে না। ভগবান মার্গফললাভী ভিক্ষুকে সাধুবাদ দিয়ে অভিনন্দিত করলেন।

উপদেশ ঃ

রাখাল পরের গাভী গণনা করে কিন্তু গো-রসের অধিকারী হয় না। সেরূপ যে ব্যক্তি ত্রিপিটকের বহুগ্রন্থ আবৃত্তি করেও নিজে আচরণ করে না সে শ্রামণ্যের অধিকারী হয় না।

যিনি অল্পমাত্র ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করেও ধর্মানুকূল জীবন গঠনের মাধ্যমে প্রজ্ঞাবান ও বিমুক্ত হন, তিনি প্রকৃত শ্রামণ্যের অধিকারী।

তোমরা ধার্মিক উপাসক ও দুই বন্ধু ভিক্ষুর কাহিনীর উপদেশগুলো মনে রাখবে। ধার্মিক উপাসক ও তাঁর পরিবারের সবাই প্রতিদিন ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করতেন। উপাসক নিখুঁতভাবে শীল রক্ষা করতেন। ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল বলেই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দেবলোকের দেবতারা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য রথ নিয়ে এসেছিল। তোমাদের সকলের দান, শীল, ভাবনা অনুশীলন করা একান্ত দরকার। তা হলে তোমরাও দেবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হবে। শুধু বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলে হয় না। উপদেশপূর্ণ অল্প বিষয় শিক্ষা করে তা নিজের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারলেই সার্থক হয়। বয়স্ক ভিক্ষুর জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

ক. ধার্মিক উপাসকের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

খ. 'কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহ-পরকালে আনন্দিত হয়'-ধার্মিক উপাসকের কাহিনীর আলোকে এ উক্তির ব্যাখ্যা প্রদান কর।

গ. দুই বন্ধু ভিক্ষুর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

ঘ. 'প্রজ্ঞাবান ও বিমুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রামন্যের অধিকারী'-দ্বে সহায়ক ভিকখূনং বখু সংক্ষেপে আলোচনা করে উক্তিটির তাৎপর্য তুলে ধর।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

ক. ধার্মিক উপাসকের পুত্রকন্যা কয়জন? তাঁরা সর্বদা কিসে নিরত থাকত?

খ. ভিক্ষুরা কোন সূত্র পাঠ করেছিলেন? তাঁরা চলে গেলেন কেন?

গ. 'আপনারা এখন অপেক্ষা করুন'-উপাসক এ কথাটি কাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন?

ঘ. দুই বন্ধু ভিক্ষু কে কোন পথ অবলম্বন করেছিলেন? কে অর্হত্বফল লাভ করেছিলেন?

ঙ. গ্রন্থধুর ভিক্ষুর অহংকারের কারণ কি?

৩. ঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ

ক. দেবলোক থেকে দেবতারা কয়টি রথ নিয়ে এসেছিলেন?

১. চারটি　২. পাঁচটি
৩. ছয়টি　৪. সাতটি

খ. তোমরা কাঁদছ কেন?—এটা কার উক্তি?

১. পুত্রকন্যার　২. উপাসকের
৩. ভিক্ষুদের　৪. দেবতাগণের

গ. 'অয়্যা পন কোহিং'তি? কথাটি বাংলা অর্থ কি?

১. আর্যরা এখন কোথায়?　২. অন্যেরা এখন কোথায়?
৩. আর্য এখন কোথায়?　৪. অপর ব্যক্তিটি কোথায়?

ঘ. কো এসো? এর বাংলা অর্থ কি?

১. এরা কে?　২. সে কে?
৩. কে এসেছিল?　৪. কে আসছে?

পঞ্চম অধ্যায়

পদ্য

নিধিকুণ্ড সুত্ত

১. নিধিং নিধেতি পুরিসা গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অত্থায মে ভবিস্‌সতি।

২. রাজতো বা দুরুত্তস্‌স চোরতো পীলিতস্‌স বা,
ইণস্‌স বা পমোক্‌খায দুব্‌ভিক্‌খে আপদাসু বা;
এতদত্থায লোকস্মিং নিধি নামে নিধীযতে।

৩. তাব সুনিহিতো সন্তো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব তস্‌স তং উপকপ্‌পতি।

৪. নিধি বা ঠানা চবতি সঞ্‌ঞাবস্‌স বিমুযহতি,
নাগা বা অপনামেন্তি যক্‌খা বাপি হরন্তি তং,

৫. অপ্‌পিযা বাপি দাযাদা উদ্ধরন্তি অপস্‌সতো,
যদা পুঞ্‌ঞক্‌খযো হোতি সব্বমেতং বিনস্‌সতি।

৬. যস্‌স দানেন সীলেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইত্থিযা পুরিসস্‌স বা;

৭. চেতযিম্‌হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্‌গলে অতিথীসু বা,
মাতরি পিতরি বাপি অথো জেট্‌ঠমহি ভাতরি,

৮. এসো নিধি সুনিহিতো অজেয্যো অনুগামিকো,
পহায গমনীযেসু এতং আদায গচ্ছতি।

৯. অসাধারণ মঞ্‌ঞেসং অচোরহরণো নিধি,
কযিরাথ ধীরো পুঞ্‌ঞানি যো নিধি অনুগামিকো।

১০. এস দেব–মনুস্‌সানং সব্বকামদদো নিধি,
যং যদেবাভিপত্থেন্তি সব্বমেনেত লব্‌ভতি।

১১. সুবণ্ণতা সুস্‌সরতা সুসণ্ঠন সুরূপতা,
আধিপচ্চং পরিবারো সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১২. পদেসরজ্জং ইস্‌সরিযং চক্কবত্তিসুখম্পিযং,
দেবরজ্জম্পি দিব্বেসু সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১৩. মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিব্বানসম্পত্তি সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১৪. মিত্তসম্পদমাগম্ম যোনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্জাবিমুত্তি বসীভাবো সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১৫. পটিসম্ভিদা বিমোক্‌খা চ যা চ সাব্‌কপারমী,
পচ্ছেকবোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১৬. এবং মহিদ্ধিযা এসা যদিদং পুঞ্‌ঞসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুঞ্‌ঞতন্তি।

শব্দার্থ

নিধিকুণ্ড-ধন পরিচ্ছেদ; সুত্তং–সূত্র ; গম্ভীরে ওদকন্তিকে–জলস্পর্শী গভীর গর্তে; নিধিং নিধেতি–ধন প্রোথিত করে রাখে; অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে-অর্থাভাব দেখা দিলে; মে অত্থায ভবিস্‌সতি-আমার কাজে লাগবে; রাজতো দুরুত্তস্‌স-রাজার দৌরাত্ম্য থেকে; চোরতো পীলিতস্‌স বা–দস্যু তস্করের পীড়ন থেকে; ইণস্‌স বা

পমোক্খায়–ঋণ থেকে মুক্তির জন্য; এতদত্থায়-এ হেতু; নিধি নাম-ধন নামে; সুনিহিতো সন্তো-উত্তমরূপে নিহিত থাকলেও; তস্স ন উপকপ্পতি-তার হস্তগত হয় না; নিধি বা ঠানা চবতি-ধন স্থানচ্যুত হয়; সঞ্ঞাব'স্স বিমুযহতি-স্মৃতিচিহ্ন বিস্মৃত হতে পারে; নাগা বা অপনামেন্তি–নাগগণ সরাতে পারে; অপ্পিযা দাযাদা–অপ্রিয় উত্তরাধিকারীগণ,অপস্সতো–অজ্ঞাতসারে; উদ্ধরন্তি–উত্তোলন করতে পারে; পুঞ্ঞক্খযো–পুণ্যক্ষয়; বিনস্সতি-বিনষ্ট হয়; সঞ্ঞমেন–সংযমের দ্বারা; জেট্ঠম্হি ভাতরি-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে; অণুগামিকো–অনুগামী; পহায-ত্যাগ করে; গমনীযেসু-গন্তব্যস্থানে অর্থাৎ পরলোকে; আদায গচ্ছতি-নিয়ে যায়; পুঞ্ঞানি কযিরাথ-পুণ্যার্জন করবে; সব্বকামদদো-সকল কামনা পূর্ণ করে; যং যদেবাভিপত্থেন্তি-যা যা প্রার্থনা করা যায়; সুস্বরযুক্ত; সুসণ্ঠান- 'অঙ্গসমূহের' সুগঠন; সরূপতা-সৌন্দর্য; আধিপচ্চং- আধিপত্য; ইস্সরিযং- ঐশ্বর্য; যা রতি-যে আনন্দ; যোনিসো-সজ্জানে; পযঞ্জতো-যোগনুষ্ঠান করেন; বিজ্জাবিমুত্তিবসিভাবো-বিদ্যা, বিমুক্তি ও বশীভাব; বিমোক্খা-বিমোক্ষ; পচ্চেক বোধি–প্রত্যেক বুদ্ধ; যদিদং–যা এই জ্ঞান; মহিদ্ধিযা–মহাঋদ্ধিসম্পন্ন; তস্মা–তদ্ধেতু; কতপুঞ্ঞং-কৃতপুণ্য; পসংসন্তি–প্রসংসা করেন।

নিধিকুণ্ড সূত্রের উৎপত্তি

ভগবান বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরীতে জনৈক ব্যক্তি বাস করতেন। একদা তিনি শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান দিচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের অর্থের প্রযোজন হওয়ায় তিনি শ্রেষ্ঠীকে নেওয়ার জন্য দূত প্রেরণ করলেন। যখন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের সেবায় নিরত ছিলেন তখন দূত এসে রাজার আদেশ জানালেন। তা শুনে শ্রেষ্ঠী দূতকে বললেন-এখন যাও আমি পরম ধন সঞ্চয় করতে ব্যস্ত আছি।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ পিণ্ড গ্রহণ সমাপ্ত করে শ্রেষ্ঠীকে ধর্মদেশনা করলেন। তথাগত পুণ্য সম্পদকে যথার্থ নিধি বা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আখ্যায়িত করে নিধিকুণ্ড সূত্র প্রবর্তন করেন।

মর্মার্থ

বর্তমানে ব্যাংক, ডাকঘর প্রভৃতিতে টাকা পয়সা, মূল্যবান অলংকার গচ্ছিত রাখা ব্যবস্থা আছে। প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। তখন নিরাপত্তার জন্য গভীর গর্তে ধন পুঁতে রাখা হত। বিপদকালে দুর্ভিক্ষের সময়, অভাবে গর্ত থেকে সে ধন উঠায়ে ব্যয় করা হত। এরূপ প্রোথিত ধন অনেক সময় উপকারে আসত না। অপ্রিয় আত্মীয়স্বজন, যক্ষ কর্তৃক এ ধন স্থানচ্যুত হত। মানুষের পুণ্যক্ষয় হলেও সে ধন হারিয়ে যেত।

স্ত্রীলোক বা পুরুষের দান, সংযম ও দমগুণের দ্বারা যে পুণ্যরূপ ধন নিহিত হয় এবং সে ধন চৈত্যপ্রতিষ্ঠা, সংঘ, পুদগল, অতিথি, মাতাপিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবায় নিয়োজিত হয়, সে ধনই প্রকৃত ধন, সুনিহিত, অজেয় ও অনুগামী হয়। কেবল এ ধন নিয়েই নরনারীগণ পরলোক গমন করে।

এতে অন্যের অধিকার নেই। চোর, ডাকাত হরণ করতে পারে না। যে পুণ্যসম্পদ পরলোকে গমন করে পণ্ডিত ব্যক্তির তা সম্পাদন করা কর্তব্য।

এ ধন দেব-মনুষ্যগণের সকল কামনা পূর্ণ করে। যা যা প্রার্থনা করা হয়, এ পুণ্য দ্বারা তা সব লাভ করা যায়। সুন্দর শরীর, সুমধুর কণ্ঠস্বর, অঙ্গসৌষ্ঠব, আধিপত্য, আত্মীয়স্বজন, সবকিছু এর দ্বারা লাভ করা যায়।

এমনকি রাজত্ব, ঐশ্বর্য ও দেবলোক পর্যন্ত লাভ করা যায়। মিত্র সম্পদও লাভ হয়ে থাকে। যিনি সজ্ঞানে যোগানুষ্ঠান করেন তাঁর বিদ্যা, বিমক্তি ও বশীভাব বিষয়ক শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে।

চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা, আট প্রকার বিমোক্ষ, শ্রাবক পারমী, প্রত্যেক বুদ্ধজ্ঞান সম্যক সম্বোধি পর্যন্ত লাভ করা যায়।

সেই পুণ্যসম্পদ যেহেতু মহাগুণসম্পন্ন, সেহেতু সকল নরনারী, পন্ডিত ব্যক্তিগণের পুণ্যসম্পদ আহরণ করা কর্তব্য। এ পুণ্যরাশিকে বুদ্ধপ্রমুখ আর্যশ্রাবকেরা অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন।

'নিধি' শব্দের তাৎপর্য

'নিধি' শব্দের সাধারণ অর্থ ধন। ধন দু'প্রকার–পার্থিব এবং পরমার্থ। এ ধন সংরক্ষণ করাকেই নিধি বলা হয়। বুদ্ধের মতে টাকা পয়সা, ধনদৌলত, সোনারূপা, মণিরত্ন পার্থিব ধন এবং অন্যদিকে দান, শীল, ভাবনা, পরোপকার, মাতাপিতার সেবা, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, অতিথি সেবার মাধ্যমে যে পুণ্য সঞ্চিত হয় তা পরমার্থ ধন। এ ধন কেউ চুরি করতে পারে না এবং ইহা পরকালে সুখ প্রদান করে।

খুদ্দক পাঠো

'খুদ্দক' শব্দের অর্থ 'ক্ষুদ্র' এবং 'পাঠো' শব্দের অর্থ 'পাঠ' বা 'আবৃত্তি'। এটি সুত্ত পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ।

খুদ্দক নিকায় কিন্তু ছোট নয়, সুত্ত পিটকের বিরাট অংশ। প্রথম গ্রন্থ 'খুদ্দক পাঠো' এর নামানুসারেই খুদ্দক নিকায়ের নামকরণ হয়েছে।

খুদ্দক পাঠো-এর বিষয়বস্তু হল ঃ সরণত্তযং, দসসিক্খাপদং, দ্বাত্তিংসকারো, কুমার পঞ্হো, মঙ্গল সুত্তং রতন সুত্তং, তিরোকুড্ড সুত্তং, নিধিকণ্ড সুত্তং ও মেত্ত সুত্তং। এ গ্রন্থখানি ভিক্ষু শ্রামণ ও উপাসক উপাসিকাদের অবশ্য পাঠ্য। এ জন্য এ গ্রন্থের শেষ শব্দটি 'পাঠো হিসেবে নাম দেয়া হয়েছে।

অনুশীলনী

১. **রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

ক. নিধিকুন্ড সূত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দাও।

খ. নিধিকুন্ড সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ. অজেয় ও অনুগামী নিধি কি কি লেখ।

ঘ. নিধিকুন্ড সূত্রের মর্মার্থ লেখ।

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ**

ক. প্রাচীনকালে মানুষেরা ধন কোথায় লুকিয়ে রাখত?

খ. সে ধন কিভাবে নষ্ট হত?

গ. বর্তমানে টাকা পয়সা ও মূল্যবান অলংকারাদি রাখার কি ব্যবস্থা আছে?

ঘ. শ্রেষ্ঠ 'পরম ধন' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?

ঙ. 'অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অত্থায মে ভবিসস্তি'-পালি অংশটির বাংলা অনুবাদ কর।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

ক. যস্‌স দানেন–সঞ্‌ঞমেন– চ,

নিধি-হোতি–পুরিসস্‌স বা।

খ. মানুসিকা - সম্পত্তি - চ যা রতি,

যা চ নিব্‌বানসম্পত্তি -লব্‌ভতি।

৪. **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ**

ক. কিসের দ্বারা পুণ্যসম্পদ অর্জিত হয়?

১. টাকা পয়সা ২. ধনদৌলত

৩. ব্যবসা বাণিজ্য ৪. দানশীল

খ. কোনটি প্রকৃত ধন?

১. ধর্মাচরণ খ মণিমুক্তা

৩ যশ প্রতিপত্তি ৪. গরু ছাগল

গ. কোনটি চোরে হরণ করতে পারে না?

১. কাপড়চোপড় ২. জিনিসপত্র

৩. সোনা রূপা ৪. পুণ্যসম্পদ

ঘ. ভগবান বুদ্ধ কার নিকট নিধিকন্ড সূত্র দেশনা করেছিলেন?

১. যক্ষের ২. শ্রেষ্ঠীর

৩. দেবতার ৪. ব্রহ্মার

ঙ. কোনটি খুদ্দক পাঠ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত?

১. কুমার পঞ্‌হো ২. মিলন্দ পঞ্‌হো

৩. পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি ৪. পঞ্‌ঞা ভাবনা

ষষ্ঠ অধ্যায়
লোকনীতি

পণ্ডিতো কণ্ড

১. সিপপং সম নত্থি, সিপপং চোরা না গ্ণহরে
ইধলোকে সিপ্পং মিত্তং, পরলোকে সুখাবহং॥

২. অপ্পকং নাতিমঞ্ঞেয্য, চিত্তে সুতং নিধাপযে।
বম্মিকোদক বিন্দু'র চিরেন পরিপূরতি ॥

৩. সেলে সেলে না মানিকং, পজে গজে না মুত্তিকং।
বনে বনে না চন্দনং, ঠানে ঠানে ন পণ্ডিতং॥

৪. পোত্থকেসু যং সিপ্পং পরহেত্থেসু যং ধনং।
যথাকিচ্চে সমুপ্পন্নে ন তং সিপ্পং ন তং ধনং॥

৫. নত্থি বিজ্জাসমং মিত্তং, ন চ ব্যধিসমো রিপু।
ন চ অত্তসমং পেমং, ন চ কম্ম সমং বলং॥

৬. যাবজ্জীবম্পি চে বালো পণ্ডিতং পযিরূপাসতি।
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বি সূপরসং যথা॥

৭. রূপযোব্বনাম্পন্না বিসালকুলসম্ভবা!
বিজ্জাহীন ন সোভন্তি, নিগ্গন্ধা ইব কিংসুকা॥

৮. হীনপুত্তো রাজামচ্চো, বালপুত্তো চ পণ্ডিতো।
অধনস্স ধনং বহু, পুরিসানং ন মঞ্ঞথ॥

শব্দার্থ

সিপ্পং–বিদ্যা; সমং–তুল্য; নত্থি–নেই; ন–না; গনহরে–নিতে পারে; মিত্তং–বন্ধু; অপ্পকং–অল্প; নতিমঞ্ঞেয্য–অবহেলা কর না; নিধাপযে– রেখে দেবে; বম্মিক-উইয়ের ঢিবি; উদকবিন্দু 'ব–জলবিন্দুর ন্যায়; চিরেন–অচিরে; পরিপূরতি–পুর্ণ হয়; খুদ্দোতি–ক্ষুদ্র বলে; মুক্তিকং–মুক্তা; সেলে-পর্বতে; গজে–হাতিতে; ঠানে–স্থানে; পোত্থকেসু–পুস্তকে; যথাকিচ্চে–প্রয়োজন; সমুপ্পন্নে–উৎপন্ন হলে; রিপু–শত্রু; অত্তসমং–নিজর সমান; দব্বি–চামচ; যাবজীবম্পি–সারাজীবন; বারো–মূর্খ; পযিরূপাসতি–সেবা করে; বিজানাতি–বিশেষভাবে জানে; সূপরসং–ঝোল; রূপযোব্বন–রূপযৌবন; কুলসম্ভবা–কুলে জাত; ইব-তুল্য; কিংসুক–পরাশ ফুল; ন সোভন্তি–শোভা পায় না।

পণ্ডিত কণ্ড

পণ্ডিত মানে বিদ্বান এবং কণ্ড অর্থ হল অধ্যায়। অর্থাৎ বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিদ্বান ব্যক্তির গুণাবলি যে অধ্যায়ে সংগৃহীত তার নামকরণ হয়েছে পণ্ডিত কন্ড।

সারাংশ

বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ ধন যা চোরেরা পর্যন্ত হরণ করতে পারে না। বিদ্যা ইহজন্মে বন্ধু তুল্য ও পরলোকে সুখপ্রদ।

অল্প হলেও বিদ্যাকে হেয় জ্ঞান করতে নেই। যা শ্রবণ করা হয় তা ধারণ করবে। উইয়ের ঢিবি কিংবা বিন্দু বিন্দু জল ক্রমে বিশাল আকার ধারণ করে।

প্রত্যেক পর্বতে মণি, প্রত্যেক হাতিতে মুক্তা ও প্রত্যেক বনে চন্দন থাকে না। সেরূপ প্রতেক স্থানে পণ্ডিতও থাকে না। পুস্তকে স্থিত বিদ্যা এবং পরহস্তগত ধন প্রয়োজনে কোন কাজে আসে না।

বিদ্যার সমান বন্ধু নেই এবং রোগের সমান শত্রু নেই। তেমনি নিজের সমান প্রিয়পাত্র ও কর্মের সমান বল নেই।

লোকনীতি

যে নীতি বা উপদেশসমূহ অনুসরণ করলে সকল মানুষের উপকার সাধিত হয়, সেগুলোই লোকনীতি। পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে গঠন করার জন্য এ নীতিগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। লোককল্যাণ হিসেবে এ হিতোপদেশগুলো শিক্ষা করা উচিত। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এ নীতিগুলোর গুরুত্ব অপরিহার্য।

ধম্মপদ

অপ্‌পমাদ বগ্‌গো

১. অপ্‌পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্‌পমত্তা না মীযন্তি, যে পমত্তা যথামতা।

২. এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্‌পমাদম্‌হি পন্ডিতা,
অপ্‌পমাদে পমোদন্তি, অরিযানং গোচরে রতা।

৩. তে ঝাযিনো সাততিকা নিচ্চং দল্‌হপরাক্কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিব্‌বানাং যোগক্‌খেমং অনুত্তরং।

৪. পমাদং অনুযুঞ্‌জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা;
অপ্‌পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্‌ঠং'ব রক্‌খতি।

৫. অপপ্মাদেন মঘবা দেবানং সেট্‌ঠতং গতো,
অপ্‌পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা।

শব্দার্থ

অপ্‌পমাদ-অপ্রমাদ; বগ্‌গো-বর্গ, শ্রেণী, দল, অধ্যায়; অমতপদং–অমৃতের পথ; মচ্চুনো–মৃত্যুর; অপ্‌পমত্তা-অপ্রমত্তগণ; যথামতা–মৃতস্বরূপ; বিসেসতো–বিশেষভাবে; ঞত্বা-জেনে; অরিযানং–আর্যগণের; রতা–রত থাকেন; অনুযুঞ্‌জন্তি–অনুসরণ করে; বালা–মূর্খগণ; দুম্মেধিনো জনা–অজ্ঞ ব্যক্তিগণ; রক্‌খতি-রক্ষা করে; মঘবা–দেবরাজ ইন্দ্র; সেট্‌ঠতং–শ্রেষ্ঠত্ব।

সারাংশ

অপ্রমাদ অমৃতের পথ। প্রমাদ মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ। অপ্রমত্ত ব্যক্তির কখনও মরেন না। তিনি মরেও অমর। প্রমত্ত ব্যক্তির জীবনের কোন মূল্য নেই। সর্বদা নিন্দিত হয়। পন্ডিত ব্যক্তি এটা জেনে সদা অপ্রমাদে রত থাকেন। তিনি সর্বত্র প্রশংসিত হন। অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করেন। এতে আনন্দিত হন। সতত সৎকার্যে উদ্যোগী হন। উদ্যমশীল, স্মৃতিমান ব্যক্তির যশ চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। মেধাবী ব্যক্তি অপ্রমাদের দ্বারা এমন জীবন গঠন করেন যাঁকে সংসারে স্রোত ধ্বংস করতে পারে না। নিয়ত জাগ্রত থাকেন। অপ্রমত্ত ব্যক্তি বাধাসমূহ অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করে সাধনার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করেন।

চিত্ত বগ্‌গো

১. ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্‌খং দুন্নিবারযং,
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো'ব তেজনং

২. বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোকতো উব্‌ভতো,
পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।

৩. দূরংগমং একচরং অসরীরং গুহাসযং
যে চিত্তং সঞ্‌ঞমেস্‌সন্তি মোক্‌খন্তি মারবন্ধনা।

৪. দিসো দিসং যং তং কযিরা বেরী বা পন বেরিনং
মিচ্ছা পণিহিতং চিত্তং পাপিযো নং ততো করে।

৫. ন তং মাতাপিতা কযিরা অঞ্‌ঞে বাপি চ ঞাতকা,
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে।

২০২১

শব্দার্থ

ফন্দনং–স্পন্দনশীল; চপলং–চঞ্চল, দুরক্খং–দুরক্ষণীয়; দুন্নিবারয়ং–দুনিবার্য; উজুং–সোজা; উসুকারো–শরনির্মাতা; বারিজো'ব–মাছের ন্যায়; থলে–স্থলে; খিত্তো–নিক্ষিপ্ত; পরিফন্দতি–ধুক ধুক করে; মারধেয্য–মাররাজ্য; পহাতবে–ছেড়ে যাবার জন্য; দূরঙ্গামং–দূরগামী; গুহাসযং–গুহায় (হৃদয়ে) আশ্রিত; সঞ্ঞমেস্সন্তি–সংযত করেন; মোক্খন্তি–মুক্তি লাভ করেন; দিসো দিসং–শত্রু শত্রুর ; বেরী–অনিষ্ট কারী/শত্রু; ঞাতকা–জ্ঞাতিগণ; সম্মাপণিহিতং–সত্যনিবিষ্ট।

সারাংশ

চিত্ত স্বভাবত চঞ্চল চপলমতি বালকের মত এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। একস্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। এর গতিকে প্রতিহত করা কঠিন। সহজে দমন করা যায় না। সদা বিচরণশীল। ভাল-মন্দ সব কিছুতে লিপ্ত হতে চায়। বেঁধে রাখা যায় না। জল থেকে জীবন্ত মাছ যেমন কূলে ছুঁড়ে মারলে ছটফট করে জলে ফিরে যেতে চায়, তেমনি চিত্তের অবস্থাও অনুরূপ।

চিত্তা দূরগামী একচর, অশরীরী ও হৃদয়-গুহাশ্রিত। চিত্তকে যাঁরা সংযত করেন, তাঁরা মারের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। শত্রু শত্রুর যেরূপ অনিষ্ট করতে পারে, তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে নিজের বিপদগ্রামী চিত্ত।

পিতা মাতা কিংবা জ্ঞাতিবর্গ যে উপকার মানুষের করতে পারে না, সম্যক পথে পরিচালিত চিত্ত তার চেয়ে অধিক উপকার করতে পারে।

টীকা

চিত্ত ঃ যা চিন্তা করে তা-ই চিত্ত। কোন বিষয়কে অবলম্বন করে চিত্ত উৎপন্ন হয়। চিত্তা, মন হৃদয় ও বিজ্ঞান একার্থ বোধক। এদের যে কোন অন্য তিনটির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কিছুকে চিন্তা করা চিত্তের স্বভাব।

অপ্পমাদ ঃ 'অপ্পমাদ শব্দের মূল অর্থ অপ্রমাদ, জাগ্রত ভাব, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি। প্রমাদ তার বিপরীত শব্দ। প্রমাদকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অপ্রমাদকে মৃত্যুঞ্জয় বা মৃত্যুর অতীত বলা হয়েছে। অপ্রমাদ প্রজ্ঞার সাথে তুলনীয়। প্রমত্ত ব্যক্তির জীবন অসহনীয়। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা সুখে বাস করেন। সর্বদা শান্ত থাকেন। প্রমত্ত ব্যক্তির মন সর্বদা অশান্ত থাকে।

ধম্মপদ ঃ ধম্মপদ সুত্ত পিটকের অন্তগৃত খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। 'ধম্ম' শব্দের অর্থ স্বভাব, নীতি, পদ্ধতি, পুণ্য। আর 'পদ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে পথ, রাস্তা, উপায়, শোক। সুতরাং 'ধম্মপদ' শব্দের অর্থ হল পুণ্যের পথ, ধর্মের পথ, সত্যের পথ। বুদ্ধের ভাষিত সর্বজনীন (সবার জন্য প্রযোজ্য) উপদেশগুলো একত্রিত করে ধম্মপদ গ্রন্থে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ধম্মপদের গাথাগুলো মনে ধারণ করে রাখতে পারলে সৎকর্মে উৎসাহ যোগায়। বিদ্যার্জন ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন এ দুটি শিক্ষার্থীদের প্রধান গুণ। পণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসলে অনেক অজানা বিষয় জানা যায়। মনকে সর্বদা শান্ত রাখবে। রাগের বশবর্তী হয়ে উত্তেজিত হবে না। চঞ্চল মনের—পরিণতি ভয়াবহ। উত্তেজনা ও রাগময় চিত্ত পাপ কর্মের অন্তর্গত। তোমরা পণ্ডিত কণ্ড, অপপমাদ বগ্গ এবং চিত্ত বগ্গ-এর পালি গাথাগুলো বাংলা অনুবাদসহ শিখবে। সকাল সন্ধ্যায় গাথাগুলো আবৃত্তি করলে ধর্মভাব জাগ্রত থাকে।

২০২১

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

ক. পন্ডিত কন্ড থেকে দুটি গাথা পালিতে অবিকল উদ্ধৃত করে বাংলা অনুবাদ কর।

খ. পন্ডিত কন্ডের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

গ. চিত্তকে কিভাবে দমন করতে হয়? আলোচনা কর।

ঘ. চিত্ত বর্গের সারাংশ লেখ।

চ. অপ্পমাদ বর্গের ভাবার্থ নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

ছ. ধম্মপদ গ্রন্থ সম্পর্কে দশ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

ক. প্রমাদ বলতে কি বোঝায়?

খ. অপ্রমাদ কাকে বলে?

গ. প্রমাদ ও অপ্রমাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

ঘ. লোকনীতিতে কোন ধরনের উপদেশ রয়েছে? সংক্ষেপে বল।

ঙ. চিত্ত বলতে কি বোঝ?

চ. পন্ডিত ব্যক্তিগণ চিত্তকে কিভাবে সংযত করেন?

ছ. চিত্তের প্রকৃতি কি রকম?

জ. নিচের গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর ঃ

অপ্পমাদ অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি, যে পমত্তা যথামতা।

৩. উভয় পাশের পালি বাক্যাংশের মিল কর ঃ

ক.	সিপ্পং সমং ধনং নত্থি,	ক.	ন চ কম্মসমং বলং।
খ.	যথাকিচ্চে সমুপ্পন্নে	খ.	দব্বি সূপরসং যথা।
গ.	ন চ অত্তসমং পেমং	গ.	ন তং সিপ্পং, ন তং ধনং।
ঘ.	ন সো ধম্মং বিজানতি	ঘ.	সিপ্পং চোরা ন গণ্হন্তি।

৪. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ

ক. পন্ডিত কন্ড কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

১. ধর্মনীতি ২. লোকনীতি
৩. গৃহীনীতি ৪. সমাজনীতি

খ. ব্যাধিকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?

১. অগ্নি ২. ব্যাধ
৩. শত্রু ৪. মিত্র

গ. ধম্মপদ শব্দের অর্থ কোনটি?

১. ধর্মের সারাংশ ২. ধর্মের বিষয়বস্তু
৩. ধর্মের নির্দেশ ৪. ধর্মের পথ

ঘ. চিত্তের স্বভাব কি রকম?

১. নম্র ২. ভদ্র
৩. নিম্ন ৪. চঞ্চল

সপ্তম অধ্যায়

চরিয়া পিটক

নিমিরাজ চরিযং

১. পুনাপরং যদা হোমি মিথিলাযং পুরুত্তমে
নিমি নাম মহারাজা পণ্ডিতো কুসল অত্থিকো।

২. তদাহং মাপহিত্বান চতুসালং চতুম্মুখং,
তত্থ দানং পবত্তেসিং মিগ-পক্‌খি নর-নারীনং।

৩. অচ্ছাদনঞ্চ সযনঞ্চ অন্নপানঞ্চ ভোজনং,
অব্‌ভোচ্ছিন্নং কবিত্বান মহাদানং পবত্তযিং।

৪. যথাপি সেবকো সামিং ধনহেতু উপাগতো,
কাযেন বাচা মনসা আরাধনিযং এসতি।

৫. তথেবাহং সব্বভবে পরিযেসিস্‌সামি বোধিজং,
দানেন সত্তে তপ্পেত্বা ইচ্ছামি বোধিং উত্তমং।

শব্দার্থ

পুনাপরং–পুনরায়; মিথিরাযং– মিথিলাতে; পুরুত্তমে– সমৃদ্ধ নগরে; কুসল অত্থিকো–কুশলকামী; মাপহিত্বান–তৈরি করে; চতুসালং–চারটি ঘর; চতুস্মুখং–চার দ্বারবিশিষ্ট; পবত্তেযিং–প্রবর্তন করেছিলেন; অচ্ছাদনং কাপচোপড়; সযনং–বিছানাপত্র; অব্‌ভোচ্ছিন্নং করিত্বান–নিয়মিত ব্যবস্থা করে; সামিং–প্রভুর নিকট উপাগতো–উপস্থিত হয়; আরাধনিযং–প্রাথিত বস্তু; পরিযোসিস্‌সামি–অন্বেষণ করব; তপ্পেত্বা–সন্তুষ্ট করে আলোকিত করে; বোধিজং বোধিজ্ঞান।

টীকা

নিমি ঃ তিনি মিথিলার রাজা ছিলেন। একদিন দেখলেন, একটি বাজপাখি একখন্ড মাংস মুখে নিয়ে উড়ছে। কতকগুলো শুকনি বাজপাখি থেকে মাংস খন্ডটি কেড়ে নেওয়ার জন্য আক্রমণ করল। সে মাংস খন্ডটি মাটিতে ফেলে দিল। তখন একটি পাখি সেটি কুড়িয়ে নিল। তা দেখে রাজার ভাবোদয় হল। তিনি বুঝতে পাররেন– এরূপ পার্থিব সম্পদই দুঃখ আনয়ন করে। রাজা রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করলেন। সংসার ত্যাগের পূর্বে তিনি যে দানকার্য সম্পাদন করেছিলেন তা নিমিরাজ চরিতে বর্ণিত হয়েছে।

মর্মার্থ

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব সমৃদ্ধশালী মিথিলা নগরে রাজত্ব করতেন। তখন তিনি নিমিরাজ নামে পরিচিত ছিলেন সর্বত্র তাঁর পাডিত্যের খ্যাতি ছিল। সর্বদা সকল প্রাণীর হিতসাধনে রত থাকতেন।

তিনি রাজবাড়ির চারদিকে চার দ্বারবিশিষ্ট চারটি দানশালা নির্মাণ করেন। সে দানশালা থেকে পশুপাখি ও নরনারীদের মধ্যে দান দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, অন্ন, পানীয় ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের নিয়মিত ব্যবস্থা করে মহাদান দিতেন।

সেবক নিজের "সন্তুষ্টি" লাভের জন্য প্রভুর নিকট যাচ্ঞা করে। তদ্রূপ নিমিরাজও মুক্তহস্তে সকল প্রাণীকে দান দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। এভাবে বোধিসত্ত্ব বোধিলাভের জন্য জন্মজন্মান্তর দান পারমী পূরণ করেছিলেন।

টীকা ঃ

দান পারমী ঃ পারমী শব্দের অর্থ পূর্ণতা। আমাদের গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বিভিন্ন জন্মে দানের পূর্ণতা সাধন করেছিলেন। মহাসুদর্শন, মহাগোবিন্দ, নিমিরাজ, শিবিরাজ, চন্দ্রকুমার, বেস্সন্তর প্রভৃতি কাহিনীগুলোতে দান পারমী পরিপূরণের বর্ণনা রয়েছে। তিনি কোন জন্মে বস্তু, কোন জন্মে চক্ষু, কোন জন্মে স্ত্রী—পুত্র পর্যন্ত দান করে এ পারমী পূরণ করেন। পরের দুঃখ মোচনার্থে প্রথমে দান দিতে হয়। এতে উদারতা বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়।

তোমরাও প্রত্যেকে প্রতিদিন যা পার দান করবে। ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে দান দিলে বেশি পুণ্য হয়। দীন, দুঃখী, অনাথ, ক্ষুধার্ত, গরিব, অন্ধকেও দান দেওয়ার চেতনা বা ইচ্ছা উৎপন্ন করে হিতকর কার্য সম্পাদন করবে। এতে দাতার অশেষ পুণ্য হয় এবং গ্রহীতারও জীবন রক্ষা পায়।

কপিরাজ চরিযং

১. যদা অহং কপি আসিং নদীকূলে দরীসযে,
পীলিতো সংসুমারেন গমনং ন লভামি অহং।

২. যম্হ ওকাসে অহং ঠত্বা ওরপারং পতমি অহং,
তত্থ অচ্ছি সত্তু-বধকো কুম্ভীলো রুদ্দদস্সনো।

৩. সো মং অসংসি "এহী"তি; অহং "এমী"তি তং বাদিং,
তস্স মত্থকং অক্কম্ম পরকূলে পতিট্ঠহিং।

৪. ন তস্স অলিকং ভণিতং যতাবাচং অকাসি'হং
সচ্চেন মে সমো নত্থি এসা মে সচ্চপারমী।

শব্দার্থ

যদা-যখন; আসিং-জন্মগ্রহণ করেছিলাম; দরীসযে-বনভূমিতে; পীলিতো-বাধাপ্রাপ্ত; সংসুমারেন- কুমির কর্তৃক; গমনং ন লভামি অহং- আমি যেতে পারছিলাম না; সত্তু-বধকো-শত্রুকে বধ করে যে, কুম্ভীলো-কুমির; রুদ্দদস্সনো- দেখতে ভয়ংকর; অসংসি-জানাল; এহি-এস; তাং- তাকে; বদিং-বললাম; মত্থকং-মাথায়; পরকূলে ওপারে; পতিট্ঠহিং- প্রত্যাগমন করেছিলেন; অলিকং- মিথ্যা; যথাবাচং-কথামত; সমো-সমান; সচ্চপারমী- সত্য পারমী।

কপিরাজ ঃ কপিরাজ মানে বানররাজ। বোধিসত্ত্ব এক জন্মে বানবকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বনভূমিতে বিচরণকালে বানরদের নেতৃত্ব দিতেন। সে বনের ধারে নদীরে মধ্যবর্তী স্থানে ফলমূলসম্পন্ন একটি দ্বীপ ছিল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন সে দ্বীপে গিয়ে ফলমূল খেয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে আসতেন। একদিন যাবার পথে নদীতে শায়িত কুমির কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সত্য রক্ষা করে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে নদী পার হয়েছিলেন। সেটাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। কপিরাজ চরিত্রের সাথে বানরিন্দ জাতকের মিল আছে।

মর্মার্থ

বোধিসত্ত্ব এক সময় কপিরাজরূপে জন্মগ্রহণ করে নদীতীরে বনভূমিতে বাস করতেন। নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত দ্বীপে সারাদিন ফলমূল খেয়ে সন্ধ্যায় বাসস্থান ফিরে যেতেন। একদিন কুমির কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেন। কুমির কপিরাজকে দেখে 'এস' বলে নদী পার হয়ে যেতে বলল। বোধিসত্ত্বও 'আসছি' বলে কুমিরের মাথার উপর পা রেখে তড়িতগতিতে অপর তীরে চলে গেলেন। তিনি কুমিরের কথামত কাজ করেছিলেন। মিথ্যা বলেননি। সত্য রক্ষার ক্ষেত্রে বোধিসত্ত্বের সমকক্ষ কেউ ছিল না। এটাই তাঁর সত্যপারমী।

টীকা

সত্যপারমী ঃ সত্যে অবিচল থাকার নাম সত্যপারমী। সত্যবচন যথার্থভাবে পূরণ করতে হলে মিথ্যাবাক্য পরিহার করতে হয়। মিথ্যা বলা পাপকর্ম। বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মের জীবনচর্চা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কপিরাজ, সত্যসর্ব পণ্ডিত, কর্তক প্রভৃতি পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বোধিসত্ত্বের সত্যপারমীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চরিযা পিটক

এটি সুত্ত পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বোধিসত্ত কিভাবে দশপারমী পূরণ করেছিলেন তা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনী আছে। ইহ-জাগতিক এবং পারমার্থিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কাহিনীগুলোা পরম সহায়ক। এগুলো অনেকটা জাতকের মত তবে গাথাকারে অর্থাৎ পদ্যে রচিত।

অনুশীলনী

১. **রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

ক. নিমিরাজ চরিযং বাংলায় সংক্ষেপে লেখ।

খ. বোধিসত্ত্ব নিমিরাজ জন্মে কোন পারমী পূরণ করেছিলেন? তাঁর দানের পদ্ধতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল।

গ. দানপরমী সম্বন্ধে দশ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

ঘ. কপিরাজ চরিযং-এর বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

ঙ. বোধিসত্ত্ব সত্যপারমী কিভাবে পূরণ করেছিলেন? সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ**

ক. নিমিরাজ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর সংসার ত্যাগের ঘটনাটি সংক্ষেপে লেখ।

খ. নিমিরাজ প্রতিদিন কি কি দান করতেন?

গ. কুমির কোথায় বসে থাকত? তার উদ্দেশ্য কি ছিল?

ঘ. কপিরাজের প্রকৃত পরিচয় কি? তিনি কি রক্ষা করেছিলেন?

ঙ. চরিয়া পিটক কোন নিকায়ের অন্তর্গত? কোন বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে?

৩. **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ**

ক. 'পুনাপরং' শব্দের অর্থে কি?

১. পূর্বাপর ২. অপরাপর
৩. পুনরাগত ৪. পুনরায়

খ. কোন পাখি মুখে মাংসখন্ড নিয়ে উড়ছিল?

১. গরু ২. বাজ
৩. চড়ুই ৪. বাবুই

গ. কোন সম্পদ দুঃখ আনয়ন করে?

১. চৈতসিক ২. লোকাত্তর
৩. কুশল ৪. পার্থিব

ঘ. নিমিরাজ কয়টি দানশালা তৈরি করেছিলেন?

১. তিনটি ২. চারটি
৩. পাঁচটি ৪. ছয়টি

ঙ. 'পারমী' শব্দের অর্থ কি?

১. কৃচ্ছ্রতাসাধন ২. উন্নতিসাধন
৩. পূর্ণতাসাধন ৪. মঙ্গলসাধন

চ. কপিরাজ চরিযং-এর সাথে কোন জাতকের মিল আছে?

১. বানরিন্দ ২. কচ্ছপ
৩. সুনখ ৪. ফল

অষ্টম অধ্যায়
থের-থেরীগাথা

ধম্মিক থেরো

১. ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং
ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমাবহাতি,
এসানিসংসো ধম্মে সুচিন্নে
ন দুগ্গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী

২. নহি ধম্মো অধম্মো চ উভো সম বিপাকিনো,
অধম্মো নিরযং নেতি, ধম্মো পাপেতি সুগতিং।

৩. তস্মাহি ধম্মেসু করেয্য ছন্দং
ইতি মোদমানো সুগতেন তাদিনা,
ধম্মে ঠিতা সুগতবরস্স সাবকা
নীযন্তি ধীরা সরণবরগ্গামিনো।

৪. বিপ্ফোটিতো গন্ডমূলো তণ্হাজালো সমূহতো
সো খীণ সংসারো ন চ'ত্থি কিঞ্চনং
চন্দো যথা দোসিনা পুণ্ণমাসিযা'তি।

শব্দার্থ

ধম্মিক-ধার্মিক ; থেরো-স্থবির, যিনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধ; হবে-নিশ্চয়ই; ধম্মচারী-ধর্মাচরণকারী ; সুচিন্নো-সুচরিত; সুখমাবহাতি-সুখ আনে; এসানিসংসংসো-এ ফল (কর্ম ও কর্মফল); দুগ্গতিং-দুর্গতি; সমবিপাকিনা-সমান বিপাক বা ফলদায়ী; নেতি-নিয়ে যায়; করেয্য-করা উচিত; ছন্দং-ইচ্ছা; সরণবরগ্গ-শ্রেষ্ঠ শরণ; বিপ্ফোটিতো-বিনষ্ট

ধার্মিক স্থবির

তিনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে শিখী বুদ্ধের সময় দেবতাদিগকে ধর্মদেশনা করার সময় 'একই ধর্ম বলে' নিমিত্ত গ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হয়ে এক গ্রামের বিহারাধ্যক্ষ হয়ে বাস করতেন। বিহারে কোন অতিথি ভিক্ষু এলে অপবাদ দিতেন। সে কারণে বিহারে আর অতিথি ভিক্ষু আসতেন না। ফলে একাকি বাস করতেন। বিহারদাতা এ বিষয়ে ভগবানকে জানালেন। তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুকে উপদেশ প্রসঙ্গে তাঁর অতীত কাহিনী বললেন। তিনি পূর্বজন্মেও অতিথিসেবা করতেন না। বুদ্ধ এ বিষয়ে ধর্মদেশনা করার সময় স্থবির অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। স্থবির ধর্মের সুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে গাথাগুলো রচনা করেছেন।

মর্মার্থ

লৌকিক ও লোকাত্তর ধর্মনীতিগুলো আচরণ করলে ধর্মচারী দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পান। কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিমান হলে সে পুণ্যই সুখ প্রদান করে। চিত্ত প্রশান্ত হয়। পুণ্যবান ব্যক্তিরা দুর্গতিতে গমন করে না। অধর্ম মানুষকে নিরয়ে নিয়ে যায়। ধর্ম স্বর্গ প্রাপ্ত করায়। ধার্মিক ব্যক্তিরা সন্তুষ্টচিত্তে পুণ্যকর্ম করেন। বুদ্ধের শ্রাবকগণ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধর্ম অনুশীলন করেন। এতে তাঁরা সংসারের বিবিধ দুঃখে থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। অবিদ্যা ও তৃষ্ণাজাল ছিন্ন হয়। পরিশেষে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুখ অনুভব করেন।

রাহুল থেরো

১. উভযেনে'ব সম্পন্নো রাহুলভদ্দোতি মং বিদু,
যঞ্চম্হি পুত্তো বুদ্ধস্স যঞ্চ ধম্মেসু চক্খুমা।

২. যঞ্চ মে আসবা খীণা যঞ্চ নত্তি পুনব্ভবো,
অরহা দক্খিনেয্যোমহি তেবিজ্জো অমতদ্দসো।

৩. কামান্ধজালপচ্ছন্না তণ্হাছদন ছাদিতা,
পমত্তবন্ধুনা বন্ধা মচ্ছা'ব কুমিনা মুখে।

৪. তং কামং অহমুজ্ঝিত্বা ছেত্বা মারস্স বন্ধনং
সমূলং তণ্হং অব্বুযহ সীতিভূতোস্মি নিব্বুতো'তি।

শব্দার্থ

উভযেনে'ব–উভয়ের দ্বারা; রাহুলভদ্দো–রাহুলভদ্র, যঞ্চম্হি–যেহেতু আমি, চক্খুমা–চক্ষুমান; খীণ–ক্ষীণ পুনব্ভবো–পুনর্জন্ম; তেবিজ্জা–ত্রিবিদ্যা; ছাদিতা–আচ্ছাদিত; কুমিনা মুখে–জালের মুখে; অহমুজ্ঝিত্বা–আমি পরিত্যাগ করে; ছেত্বা–ছিন্ন করে; তণ্হং–তৃষ্ণা; অববুয্হ–উৎপাটন; সীতিভূতো–শান্ত; নিব্বুত–নির্বাণ প্রাপ্ত; থেরো–স্থবির (প্রবীণ ও জ্ঞানী ভিক্ষু)

রাহুল স্থবির

তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় শিক্ষাকামীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রণিধান করেছিলেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় সিদ্ধার্থের ঔরসে ও যশোধরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাত বছর বয়সে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করে কপিলাবাস্তু গমন করলে, যশোধরা পুত্রকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। রাহুল পিতৃধন চাইলে বুদ্ধ তাঁকে সধর্মে দীক্ষিত করেন। রাহুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও মেধাশক্তি প্রখর ছিল। রাহূল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বুদ্ধের নিকট সূত্র শিক্ষা করেন। জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে অর্হত্বফল প্রাপ্ত হন।

মর্মার্থ

রাহুল স্থবির সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে অনাগরিক জীবনে মার্গফল লাভ করেছেন। তাই সবাই তাঁকে রাহুল ভদ্র নামে জানে। তিনি ধর্মজ্ঞানে আলোকিত হয়েছেন। তাঁর আসক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। আর পুনর্জন্মের হেতু নেই। তিনি ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বিমুক্ত হয়েছেন।

জগতে প্রাণিগণ কামে অন্ধ ও তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ। মায়ার বন্ধন থেকে সহজে বের হয়ে আসতে পারে না। কিন্তু রাহুল স্থবির সমস্ত বন্ধন অতিক্রমের মাধ্যমে তৃষ্ণাকে ধ্বংস করেছেন। তিনি অর্হত্বফল লাভ করে অনুপাদিশেষ নির্বাণে নিবৃত্ত হয়েছেন।

টীকা

থেরগাথা

থেরগাথা খুদ্দক নিকায়ের অষ্টম গ্রন্থ। এতে ২৬৪ জন প্রবীণ ভিক্ষু বা স্থবির, শ্রাবক ও মহাশ্রাবকদের ভাষিত গাথা বা কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়কে 'নিপাত' নাম দেয়া হয়েছে। একক নিপাতে একটি গাথা, দুকনিপাতে দুটি গাথা- এমনি করে ক্রমশ গাথাগুলো সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধযুগে রচিত কাব্য গ্রন্থেসমূহের মধ্যে থেরগাথা অন্যতম। থেরদের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে এ গ্রন্থের গাঁথাগুলো রচিত হয়েছে।

আসব ঃ যা ভাবী সংসার–দুঃখ উৎপন্ন করে তাকে আসব বলে। চিত্তের প্রমত্ততাসাধক অকুশল মনোবৃত্তিই আসব। ওঘ, যোগ, গ্রন্থি, বন্ধন–এ শব্দগুলো বস্তুত একই অর্থবোধক। আসব চার প্রকার। যথা-

১. কামাসব বা কামবাসনা। এতে কাম্যবস্তু লাভের জন্য মন প্রলুব্ধ হয়।

২. ভবাসব–কামলোক ও ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়ার বাসনা।

৩. দৃষ্টাসব–এতে সৎকায় দৃষ্টি বা আত্মার ধারণা প্রবল থাকে।

৪. অবিদ্যাসব–এটি অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সাথে জড়িত থাকে।

উপরোক্ত আসবসমূহ ক্ষয় হলেই সাধক খীনাসব নামে অভিহিত হন।

বিদ্যা

বিদ্যা বা জ্ঞান তিন প্রকার। যথা৷

১. পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি–পূর্ব পূর্বজন্মে কোন স্থানে কিরূপে হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে জাতিস্মর জ্ঞান বলে।

২. দিব্যচক্ষু– প্রাণিগণের বিচরণ, অবস্থান, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে দিব্য দৃষ্টিতে দেখা।

৩. আসবক্ষয়–নিজের বাসনা বা তৃষ্ণাক্ষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

থেরীগাথা

সুভা থেরী

১. দহরাহং সুদ্ধবসনা যংপুরে ধম্মংসুণিং
তস্সা মে অপ্পমত্তায সচ্চাভিসমযো অহু।

২. ততো' হং সব্বকামেসু ভূসং অরতিমজ্ঝগং।
সক্কাযস্মিং ভযং দিস্বা নেক্খম্মং যেব পিহযে।

৩. হিত্বানহং ঞাতিগণং দাসকম্মকরানি চ।
গামখেত্তানি ফীতানি রমনীযে পমোদিতে।
পহাযহং পব্বজিতা সাতেয্যং অনপ্পকং।

৪. এবং সদ্ধায নিক্খম্ম সদ্ধম্মে সুপ্পবেদিতে।
ন মে তং অস্স পতিরূপং আকিঞ্চঞ্ঞং হি পত্থযে।
যা জাতরূপজতং ঠপেত্বা পুনরাগমে।

৫. রজতং জাতরূপং বা ন বোধয নং সন্তযে।
ন এতং সমণসারূপ্পনং ন এতং অরিযধনং॥

৬. লোভনং মদনং চেতং মোহনং রজবড্ঢনং।
সাসঙ্কং বহু আযাসং নত্থি চেত্থ ধুবং ঠিতি॥

৭. এত্থারত্তা পমত্তা চ সংকিরিট্ঠমনা নরা
অঞ্ঞমঞ্ঞেন ব্যারুদ্ধা পুথুকুব্বন্তি মেধগং॥

৮. বধো বন্ধো পরিক্লেসা জানি সোকপরিদ্দবো।
কামেসু অধিপন্নানং দিস্সতে ব্যসনং বহুং।

৯. তং মঞ্ঞাতি অমিত্তা বা কিং মং কামেসু যুঞ্জথ॥
জানাথমং পব্বজিতং কামেসু ভযদস্সিনিং।

শব্দার্থ

দহরাহং–তরুণ বয়সে; সুদ্ধবসনা–নির্মল বস্ত্র ; যং–যেদিন; ধম্মমসুণিং–ধর্মোপদেশ শুনলাম; সচ্চাভিসমযো–সত্যের প্রকৃত জ্ঞান লাভের সময়; ততোহং–ঐ দিন থেকে আমি; সব্বকামেসু ভূসং–সর্বকামভোগ; অরতিমজ্ঝগং–অনাসক্তি আসল; সক্কাযস্মিং–সৎকায়ে অর্থাৎ নামরূপে; নেক্খম্মং–নিষ্ক্রমণ; পিহযে–কৃতসংকল্প হলাম; ঞাতিগণং–জ্ঞাতিগণ; দাসকম্মকরানি–দাস ও কর্মকারগণ; গামখেত্তানি–গ্রাম ও বিস্তৃত ক্ষেত্র ; ফীতানি–পরিত্যাগ; ফিরে না চাওয়া; পহাযং–নিক্ষেপ করে; পতিরূপং–প্রতিরূপ; পুনরাগমে–প্রত্যাবর্তনে; ন বোধায়–জ্ঞান দিতে পারে না; ন সন্তযে–শান্তি দিতে পারে না; অরিযধনং–শ্রেষ্ঠ ধন; রজবড্নং–কামের জনক; সসঙ্কং–আশঙ্কা; সংকিলট্ঠমনা–উদ্বেগপূর্ণ মনা; এত্থরত্তা–এতে আসক্ত হয়ে; কামেসু অদিপন্নানং–এ সমস্তই কামাসক্ত, অমিত্তা–শত্রু ; কামেসু ভযদস্সিনং–কামে অজ্ঞাল বা ভয় দর্শন।

সুভা

পূর্ব জন্মান্তরে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করে সুভা গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহে স্বর্ণকারের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় সুভা (শুভা)। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি বুদ্ধের ধর্মভাষণ শুনে স্রোতাপন্না হন। পরে যৌবনে গৃহত্যাগ করে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট প্রব্রজিতা হন।

আত্মীয়বর্গ তাঁকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ করেন। তিনি সাংসারিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করে তাঁদের উপদেশ দেন। অর্হত্বপ্রাপ্তির পর তিনি তাঁর পূর্বজীবন ও অনাগারিক বিমুক্তিসুখ নিয়ে যে গাথাগুলো ভাষণদান করেন সেগুলোই থেরীগাথায় সংকলিত হয়েছে।

২০২১

মর্মার্থ

সুভা শুভ্র বসন পরিধান করে তরুণ বয়সে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করেন। অপ্রমত্তভাবে জীবন ধারণ করে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হন। সকল প্রকার কামসুখ পরিত্যাগ করেন। আত্মবাদে ভয় দেখে গৃহত্যাগ করে তাঁর চিত্ত সংযম হয়েছে। জ্ঞাতিবর্গ, দাসদাসী ও ধনরত্ন পরিত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়ে অনাগারিক জীবনযাপন করেন।

তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তাঁদের উপলক্ষ করে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হল ঃ

স্বর্ণ, রৌপ্য, ধনসম্পত্তিতে তাঁর আগ্রহ নেই। তাতে প্রকৃত জ্ঞান ও পরম শান্তি পাওয়া যায় না। এগুলো আর্যধন নয়। অকিঞ্চনই তাঁর অভীষ্ট লাভের কামনা।

লোভ, দ্বেষ ও মোহ কামের জন্ম দেয়। তা থেকে উৎপন্ন ভয় দুঃখজনক। তাতে প্রমত্ত হয়ে মানুষ ভোগলালসায় জড়িত হয়। ফলে পরস্পর কলহে লিপ্ত থাকে। শত্রুতার কারণে হত্যা, শোক, বিলাপ প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে। কামে শুভ নেই। তবু আত্মীয়বর্গ তাঁকে আবার কামে আবদ্ধ করতে চায়।

ধনসম্পত্তি পরিভোগে তৃষ্ণা কমে না। বরঞ্চ বেড়েই চলে। ভিক্ষালব্ধ খাদ্য ভোজ্যই তাঁর স্বরূপ। যেখানে শোক নেই, সেই শান্তির নির্ঝর নির্বাণের পথ অনুশীলন করে বিমুক্তিলাভই তাঁর একমাত্র কাম্য।

বিমলা থেরী

১. মত্তা বণ্ণেন রূপেন সোভগ্গেন যসেন চ।
যোব্বনেন চুপখদ্ধা অঞ্ঞা সমতিমঞ্ঞিহং।।

২. বিভূসেত্বা ইমং কাযং সুচিত্তং বালালপনং।
অট্ঠাসিং বেসিদ্বারম্হি লুদ্ধো পাসমিবোড্ডিয।

৩. পিলন্ধনং বিদংসেন্তি গুহ্যং পকাসিকং বহুং।
অকাসিং বিবিধং মাযং উজ্জগ্ঘন্তি বহুং জনং।

৪. সাজ্জ পিণ্ডং চরিত্বান মুণ্ডা সংঘাটিপারুতা।
নিসিন্না রুক্খমূলম্হি অবিতক্কস্স লাভিনী।

৫. সব্বে যোগা সমুচ্ছিন্না যে দিব্বা যে চ মানুসা।
খেপেত্বা আসবে সব্বে সীতভূতম্হি নিব্বুতা।

শব্দার্থ

মত্তা–মত্ত; বণ্ণেন রূপেন–বর্ণ ও রূপের দ্বারা; সোভগ্গেন–সৌভাগ্যের দ্বারা; যোব্বনে–যৌবনে; চুপখদ্ধা–অজ্ঞান ও অমনোযোগ; পিলন্ধনং–অলংকার; বিবিধং মাযং–নানা প্রকার ছলনায়; উজ্জগ্ঘন্তি বহুং জনং–অনেক লোককে কলংকিত করে; সাজ্জ-নিজে আজ; পিণ্ডং চরিত্বান–পিণ্ড গ্রহণ করে; সংঘাটিপারুতা–সংঘাটির দ্বারা আচ্ছাদিত; নিসিন্না–উপবিষ্ট হয়ে, বসে; রুক্খ মূলম্হি–বৃক্ষমূলে।

বিমলা

তিনি বহু জন্মজন্মান্তর সংসারে পরিভ্রমণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশাখী নগরে এক গণিকার কন্যারূপে জাত হন। তাঁর নাম রাখা হয় বিমলা। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনিও মায়ের বৃত্তি অবলম্বন করেন। একদা তিনি মহামৌদগল্যায়নকে ভিক্ষাচরণ করতে দেখে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হন। স্থবিরের বাসস্থানে গমন করে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট হন। স্থবির তাঁর অসজ্ঞাত আচরণের জন্য তাঁকে ভৎর্সনা করেন। পরে ধর্মোপদেশ দেন। স্থবিরের ধর্মদেশনা শুনে তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। অবশেষে বিমলা অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের দলে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ভিক্ষুণী হয়ে বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করে অনবরত সাধনা করে অর্হত্বফল লাভ করেন। অর্হৎ হয়ে মনের আনন্দে পূর্ব ও বর্তমান জীবনের ঘটনাবলি গাথায় বিবৃত করেন।

২০২১

মর্মার্থ

বিমলা দেহের সৌন্দর্যে মত্ত হয়ে যৌবনের উন্মাদনায় মতিচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁর সুন্দর দেহ তরুণদের লোভলালসার কারণ হত। ধূর্তব্যাধ তার ধনুর্বাণ তুলে যেমন শিকারের জন্য অপেক্ষা করে। তদ্রূপ তিনিও গণিকালয়ের পার্শ্বদ্বারে দাঁড়িয়ে যুবকদের বিবিধ মায়ায় প্রলুব্ধ করতেন। তাঁর দেহরূপের গুণকীর্তন তাদের নিকট তুলে ধরতেন। মৃদু হেসে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

পরে তিনি বুদ্ধশাসনে মুণ্ডিতশির ও গৈরিকচীবরদারী ভিক্ষুণীধর্ম গ্রহণ করেন। পিণ্ডাচরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। বৃক্ষমূলে বসে সর্বদা বিতর্কহীন সমাধিতে রত থাকতেন। সকল বাধাসমূহ তাঁর অতিক্রান্ত হয়েছে। জন্মের মূল উৎপাটন করেছেন। তিনি অর্হত্বফল লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

টীকা

থেরীগাথা ঃ এটি খুদ্দক নিকায়ের নবম গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানিতে মোট ৭৩ জন থেরীর গাথা সংগৃহীতা আছে। থেরীগাথায় প্রাচীন ভারতের নারীর সমাজ জীবন, গার্হস্থ্য জীবন ও পরবর্তী অনাগারিক জীবনের ভিক্ষুণী ধর্মে তাঁদের অনুভূতির কথা ফুটে উঠেছে।

অনুশীলনী

১. **রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

ক. ধম্মিক থেরো কে ছিলেন? তাঁর জীবন ও বাণী সংক্ষেপে লেখ।

খ. ধম্মিক থেরোর গাথাগুলোর মর্মার্থ লেখ।

গ. রাহুল থেরোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

ঘ. সুভা কে ছিলেন? তাঁর পরিবর্তিত জীবনের ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

ঙ. সুভা থেরীর গাথাগুলোর মর্মার্থ লেখ।

চ. বিমলা কে ছিলেন? তিনি কেন সংসার ত্যাগ করেছিলেন?

ছ. থেরী বিমলার রচিত গাথাগুলোর ভাবার্থ লেখ।

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ**

ক. বিহারদাতা ধম্মিক থেরোর বিরুদ্ধে বুদ্ধকে কেন অভিযোগ দিয়েছিলেন?

খ. ধার্মিক ব্যক্তির গুণাবলি কি কি?

গ. রাহুল থেরোকে রাহুল ভদ্র বলা হত কেন?

গ. বিমলা কিভাবে মহামৌদ্গল্যায়নকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন?

ঘ. সুভা কোন বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন? তাঁর কারণ কি?

৩. **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

ক. ধম্মো হবে - ধম্মাচরিং
ধম্মো - সুখামাবহাতি;
এসানিসংসো - সুচিন্নো
ন দুগ্গতিং - ধম্মাচারী।

খ. নহি ধম্মে - চ - সমবিপাকিনো,
অধম্মো - নেতি, ধম্মো - সুগতিং।

২০২১

৪. উভয় পাশের বাক্যাংশের মিল কর ঃ

ক.	ধম্মিক থেরো অতিথি ভিক্ষু এলে	ক.	সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন।
খ.	সভা গৌতম বুদ্ধের সময়	খ.	অষ্টম গ্রন্থ।
গ.	পুণ্যবান ব্যক্তিরা দুর্গতিতে	গ.	রাজগৃহে স্বর্নকারের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন
ঘ.	রাহুল থেরো শিক্ষার্থীদের মধ্যে	ঘ.	অপবাদ দিতেন।
ঙ.	থেরীগাথা খুদ্দক নিকায়ের	ঙ.	গমন করেন না

৫. ঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ

ক. কে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকেন?
১. অধর্মচারী ২. কর্মচারী
৩. নভোচারী ৪. ধর্মচারী

খ. 'সুচিণ্ণো' শব্দের অর্থ কোনটি?
১. দুচ্চরিত ২. আচরিত
৩. সুচরিত ৪. মার্জিত

গ. থেরগাথায় কয়জন স্থবিরের গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে?
১. দু শত তেষট্টি ২. দু শত চৌষট্টি
৩. দু শত পঁয়ষট্টি ৪. দু শত ছেষট্টি

ঘ. 'তেবিজ্জা' শব্দের বাংলা অর্থ কি?
১. ত্রিবেণী ২. ত্রিকোণী
৩. ত্রিবিদ্যা ৪. ত্রিপিটক

ঙ. আত্মীয়গণ পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য কাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?
১. থেরী সুভা ২. থেরী বিমলা
৩. থেরী অনোপমা ৪. থেরী পুণ্না

চ. 'কিং মং কাস্সু যুঞ্জথ?"–এ কার উক্তি?
১. থের আনন্দ ২. থের কস্সপ
৩. থেরী ধীরা ৪. থেরী সুভা

ছ. বিমলা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
১. শ্রাবস্তী ২. রাজগৃহে
৩. বৈশালী ৪. কুশীনগর

জ. কোন গ্রন্থটির অধ্যায়গুলোকে 'নিপাত' নামে দেয়া হয়েছে?
১. ধম্মপদ ২. সুত্তনিপাত
৩. খুদ্দক পাঠো ৪. থেরীগাথা

২০২১

নবম অধ্যায়

ব্যাকরণ

পালি বর্ণমালা

শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ বা অক্ষরকে বর্ণ বলে। যেমন-নর = ন্ + অ +র + অ। নর শব্দটি চারটি বর্ণ বা অক্ষর নিয়ে গঠিত হয়েছে। বর্ণকে যথাস্থানে বসাতে না পারলে শব্দের সঠিক অর্থ হয় না। সুতরাং পালি ভাষা শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়তে, লিখতে ও বলতে হলে পালি বর্ণমালা বা অক্ষরমালা জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য।

১. পালি ভাষায় মোট একচলিশটি বর্ণ আছে। তন্মধ্যে আটটি স্বরবর্ণ ও তেত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ।

২. স্বরবর্ণ দুপ্রকার ঃহ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর। আটটি স্বরবর্ণের মধ্যে অ, ই, উ–এ তিনটি এক মাত্রায় (চক্ষের এক পলক পরিমিত সময়) উচ্চারণ করতে হয় বলে এদেরকে হ্রস্বস্বর এবং আ, ঈ, ঊ, এ এবং ও–এ পাঁচটি দুই মাত্রায় উচ্চরণ করতে হয় বলে এদেরকে দীর্ঘস্বর বলে।

৩. পালিতে স্বরবর্ণ ঋ, ঋৃ, ৯, ঐ, ঔ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শ, ষ, ক্ষ, ঃ (বিসর্গ), ´ (রেফ), ঁ(চন্দ্রবিন্দু) ব্যবহৃত হয় না। তাছাড়া ৎ নেই।

৪. ড়, ঢ়-এ দুটি বর্ণ ল্ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর ঃ

সংস্কৃত/বাংলা	পালি
ঋষি	ইসি
ঔষধ	ওসধ
উৎসুক্য	উস্সক
মৌন	মোন

নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর ঃ

সংস্কৃত/বাংলা	পালি
যক্ষ	যক্খ
তৃষ্ণা	তণ্হা
দুঃখ	দুক্খ
সর্ব	সব্ব
ধর্ম	ধম্ম

উপরের উদাহরণে সংস্কৃত কিংবা বাংলা শব্দের ঠিক যে বর্ণে উপরে´ (রেফ) আছে, সে বর্ণটি পালিতে দ্বিত্ব হয়ে গেছে। তাহলে র্ব, র্ম-এ জাতীয় রেফ দেয়া বর্ণটি পালিতে দ্বিত্ব হয়। এ নিয়ম তোমরা শিখে রাখবে। নিম্নে পালি অক্ষরমালা বা বর্ণমালা বাংলা ও রোমান অক্ষরে দেওয়া হল ঃ

১. স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	এ	ও
A	Ā	I	Ī	U	Ū	E	O

২. **ব্যঞ্জন বর্ণ**

ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্
K	Kh	G	Gh	Ṅ
চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
C	Ch	j	Jh	Ñ
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্
T	Th	D	Dh	N
ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
Ṭ	Ṭh	Ḍ	Ḍh	Ṇ
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্
P	Ph	B	Bh	M
য্	র্	ল্	ব্	স্
Y	R	L	V	S
হ্	ল্	ং		
H	Ḷ	Ṃ		

৩. **ব্যঞ্জনবর্ণের বর্গ বিভাগ ঃ**

ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণ নিম্নোক্তরূপে পাঁচটি বর্গে বিভক্ত ঃ

ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ = ক –বগ্‌গ (বর্গ)
K	Kh	G	Gh	Ṅ = Ka – Vagga
চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্ = চ – বগ্‌গ (বর্গ)
C	Ch	J	Jh	Ñ = Ca – Vagga
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্ = ট – বগ্‌গ (বর্গ)
Ṭ	Ṭh	Ḍ	Ḍh	Ṇ = Ṭa – Vagga
ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্= ত –প বগ্‌গ (বর্গ)
T	Th	D	Dh	N = Ta – Vagga
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্ = প –বগ্‌গ (বর্গ)
P	Ph	B	Bh	M = Pa – Vagga

৪. **স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন—**

ক	কা	কি	কী	কু	কূ	কে	কো
(ক + অ)	(ক্ + আ)	(ক্ + ই)	(ক্ +ঈ)	(ক্ + উ)	(ক্ + ঊ)	(ক্ +এ)	(ক্ + ও)
ka	kā	ki	kī	kū	ku	ke	ko
(K + a)	(K + ā)	(K + i)	(K + ī)	(K + u)	(K + ū)	(K + e)	(K + o)

২০২১

৫. সংযুক্ত বর্ণ ঃ

ক্ক	খ	ক্য	ক্রি	ক্ব				
kka	kkha	kya	kri	Kva				
খ্ব	খ্য	গ্‌গ	গ্‌ঘ	গ্র				
khva	khya	gga	ggha	gra				
ঙ্ক	ঙ্খ	ঙ্গা	ঙ্ঘ	চ্চ	চ্ছ	জ্জ	জ্‌ঝ	
Nka	Nkha	Nag	Ngha	Cca	Ccha	JJa	Jjha	
এ্‌এ	এ্‌হ	ঞ্চ	ঞ্ছ	ঞ্জ	ঞ্ঝ	ট্ট	ট্‌ঠ	
Nna	Nha	Nca	Ncha	Nja	Njha	Tta	Ttha	
ড্‌ড	ড্‌ঢ	ণ্ণ	ণ্ট	ণ্ঠ	ণ্ড	ড	ণ্‌হ	
Ḍḍa	Ḍḍha	Ṇna	Ṇṭa	Ṇṭha	Ṇḍa	Ṇḍa	Ṇha	
ত্ত	থত্ব	ত্রদ্দ	ত্রন্ধ	দ্র	ধ্ব			
Tta	Tthatva	Tradda	Traddha	Dra	Dhva			
ন্ত	ন্থ	ন্দ	ন্ধ	ন্ন	ন্‌হ	প্‌প	প্‌ফ	ব্ব
Nta	Ntha	Nda	Ndha	Nna	Nha	Pha	Ppha	Bba
ব্‌ভ	ব্র	ম্প	ম্ফ	ম্ব	ম্ভ	ম্ম	ম্‌হ	
Bbha	Bra	Mpa	Mpha	Mba	Mbha	Mma	Mha	
য্য	যহ	ল	ল্য	ল্‌হ	ব্ব	স্‌স	স্ম	স্ব
Yya	Yha	Lla	Lya	Lha	Bba	Ssa	Sma	Sva
হ্ম	হ্ব	ল্‌হ						
Hma	Hva	Lha						

৬. প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্গের উচ্চারণ কোমল বলে এগুলোকে অল্পপ্রাণ বলে। যেমন-ত, দ, ন।

৭. প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ কঠিন বলে এদেরকে মহাপ্রাণ বলে। যেমন-ফ, ভ।

৮. বর্ণের উচ্চারণ স্থান সাধারণত ছয়টি। যেমন-কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, মূর্দ্ধা, দন্ত ও নাসিকা।
কণ্ঠ থেকে তালু পর্যন্ত যে যে স্থানের আশ্রয়ে যে যে বর্ণ উচ্চারিত হয় তাকে সে বর্ণের উচ্চারণ স্থান বলে।
নিম্নে বর্ণগুলোর উচ্চারণ স্থান দেখানো হল ঃ

বর্ণ	**উচ্চারণ স্থান**	**নাম**
অ, আ, ক, গ, ঘ, ঙ, হ	কণ্ঠ	কণ্ঠজ বর্ণ
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য	তালু	তালুব্য বর্ণ
উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ বর্ণ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ল	মূর্দ্ধা (মস্তক)	মূর্দ্ধন্য বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্তজ বর্ণ
এ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠতালুজ
ও	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠজ
ব (অন্ত ঃ স্থ)	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠজ
ং	নাসিকা	অনুনাসিক বর্ণ

সংজ্ঞা

ধাতু ঃ ক্রিয়ার মুলকে ধাতু বলে। যেমন √পঠ্ √ভূ, √দা, √গম্ ইত্যাদি।

'পঠতি' বা 'পড়ে' একটি ক্রিয়া। এতে দুটি অংশ আছে ঃ √পঠ্ + তি। √পঠ্ একটি ধাতু এবং 'তি' ক্রিয়া বিভক্তি। সুতরাং পঠতি ক্রিয়ার মুল ধাতু √পঠ।

বাক্য ঃ বক্তার মনের ভাব প্রকাশক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পদসমষ্টিকে বাক্য বলে। যথা-

ভিক্খু সীলং রক্খতি।

ভিক্ষু শীল রক্ষা করে।

উপরের বাক্যটি 'ভিক্খু', 'সীলং', 'রক্খতি' এ তিনটি পদ নিয়ে গঠিত হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি পদ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে বক্তার মনের সম্পূর্ণ ভাবও প্রকাশ করছে। তাই 'ভিক্খু সীলং রক্খতি' একটি বাক্য। কর্তা ও ক্রিয়া বাক্যের প্রাণস্বরূপ।

উদ্দেশ্য ঃ যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন- সো হসতি-সে হাসছে। এখানে 'সো' উদ্দেশ্য। বিশেষণ ইত্যাদি সংযোগে উদ্দেশ্যাংশ পরিবর্তিত হয়। যথা- দুব্বলো পুরিসো–দুর্বল পুরুষ। দুটি শব্দই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। প্রথমটি দ্বিতীয়টির দোষ প্রকাশ করছে। উদ্দেশ্য বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

বিধেয় ঃ উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলা হয়। যথা- বুট্ঠিং পততি।-বৃষ্টি পড়ছে। এখানে পততি হলে বিধেয়। বিধেয় সাধারণত বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়।

বিকরণ ঃ ধাতু পর এবং ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করার পূর্বে যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় তাকে বিকরণ বলে। যথা- √পচ +অ + তি = পচতি। এখানে 'অ' বিকরণ প্রত্যয়।

অনুবন্ধ ঃ যে বর্ণ প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত তাকে কিন্তু ধাতু বা লিঙ্গের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় ঐ বর্ণ লোপ পায় তাকে অনুবন্ধ বলে। একে 'ইৎ' ও বলা হয়। যথা- √দা + ণাপয় = দাপয়; দা + ণাপে = দাপে। এখানে 'ণ' অনুবন্ধ বা ইৎ।

উপধা ঃ শব্দের অন্ত বা শেষ বর্ণের পূর্ববর্ণের উপদা বলে। যেমন- সংঘ। এখানে 'সংঘ' শব্দটি বিশেষণ করলে স্ + অ + ং + ঘ্ + অ বর্ণগুলো পাওয়া যায়। এ স্থলে 'সংঘ' শব্দের শেষ হল অ এবং তার পূর্ববর্তী বর্ণ ঘ। সুতরাং 'ঘ' উপধা।

গুণ ঃ উ স্থানে ই এবং উ স্থানে ঈ হওয়ার নাম গুণ। যথা–পুরুষ = পুরিস

আদেস (আদেশ) ঃ প্রত্যয় যোগে করলে ধাতু ও লিঙ্গের যে পরিবর্তন হয় তাকে আদেশ বলে। যথা- √দা + তি = দদাতি; √গম + তি = গচ্ছতি। এখানে √দা এবং √গম স্থানে যথাক্রমে দদা ও গচ্ছ আদেশ হয়েছে।

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

ক. পালিতে বর্ণ কয়টি ও কি কি?

খ. স্বরবর্ণের অন্তর্গত বর্ণগুলো বাংলা ও রোমান অক্ষরে লেখ।

গ. ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত বর্ণগুলো বাংলা অক্ষরে লেখ।

ঘ. পালিতে সংস্কৃত কিংবা বাংলার কোন কোন বর্ণ নেই দেখাও।

ঙ. অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

চ. বাক্য কাকে বলে? প্রয়োগ দেখাও।

ছ. অনুবন্ধ কাকে বলে? বুঝিয়ে বল।

জ. সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও ঃ

বিকরণ; উপধা; গুণ; আদেস (আদেশ)।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

ক. 'নর' শব্দটি কয়টি অক্ষর নিয়ে গঠিত? অক্ষরগুলো কি কি?

খ. পালিতে স্বরবর্ণ কয়টি ও কি কি?

গ. বর্ণের উচ্চারণ স্থান কয়টি? প্রত্যেকটি নাম লেখ।

ঘ. ক্রিয়ার মূলকে কি বলে? উদাহরণ দাও।

ঙ. বাক্যের প্রথম অংশের নাম কি? উদাহরণ দাও।

চ. 'গচ্ছতি' ক্রিয়ার মুল ধাতু বের করে দেখাও।

৩. ঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ

ক. বর্ণ কাকে বলে?

১. বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশকে ২. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে

২. উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম অংশকে ৪. ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষুদ্রতম অংশকে

খ. পালিতে কোন বর্ণগুলোর ব্যবহার নেই?

১. শ, ষ, ঃ (বিসর্গ) ২. স, ং, ক

৩. চ, এ, ম ৪. ভ, হ, শ

গ. কণ্ঠজ বর্ণের উদাহরণ কোনটি?

১. চ ২. ভ

৩. র ৪. খ

ঘ. পালিতে ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?

১. একত্রিশটি ২. বত্রিশটি

৩. তেত্রিশটি ৪. চৌত্রিশটি

ঙ. বাক্যের শেষে সাধারণত কি ব্যবহৃত হয়?

১. উদ্দেশ্য ২. বিধেয়

৩. বাচ্য ৪. প্রত্যয়

চ. প্রত্যয় যোগ করলে ধাতু ও লিঙ্গের যে পরিবর্তন হয় তাকে কি বলে?

১. আদেশ ২. নির্দেশ

৩. তলদেশ ৪. স্বদেশ

ছ. অন্ত্য বর্ণে পূর্ববর্ণকে কি বলে?

১. বিকরণ ২. উপধা

৩. গুণ ৪. আদেশ

জ. অনুবন্ধের অন্য নাম কি?

১. সিৎ ২. চিৎ

৩. ইৎ ৪. কিৎ

দশম অধ্যায়

বচন

যা দ্বারা পদার্থের সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বরে। পালিতে বচন দু প্রকার। যথা-একবচন ও বহুবচন । একক সংখ্যা বোঝালে একবচন হয়। যথা- দারকো = একজন বালক।

একের অধিক সংখ্যা বুঝালে বহুবচন হয়। যথা- চত্তারো দারকা- চারজন বালক; চত্তারি ফলানি–চারটি ফল।

নিচে একবচন ও বহুবনের আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
নরো (মানুষ)	নরা (মানুষেরা)	যো (যে)	যে (যারা)
ভিক্খু (ভিক্ষু)	ভিক্খু (ভিক্ষুগণ)	উতু (ঋতু)	উতু (ঋতুগুলো)
সো (সে)	তে (তারা)	ত্বং (তুমি)	তুম্হে (তোমরা)
অহং (আমি)	মযং (আমরা)	সকুণো (পাখি)	সকুণা (পাখিরা)
একো (এক)	একে (একের অধিক)		

লিঙ্গ

১. শব্দের যে বৈশিষ্ট্য থেকে পুরুষ, স্ত্রী কিংবা ক্লিব অর্থ বোধগম্য হয় তাকে লিঙ্গ বরে। যথা- পুত্ত, কুমারী, আয়ু। পালিতে লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ।

২. সাধারণত যা পুরুষসদৃশ তা পুংলিঙ্গ। যেমন- নরো (মানুষ); বুদ্ধো (বুদ্ধ)।

৩. যা স্ত্রীসদৃশ তা স্ত্রীলিঙ্গ। যথা- মাতা, রানী।

৪. যে সকল শব্দ স্ত্রী বা পুরষ কোনটাই করে না সেগুলো নপুংসক লিঙ্গ। যথা- ফল, বারি, (জল) বন। কখনও কখনও শব্দানুসারে লিঙ্গ নির্ণয় হয়ে থাকে। যথা- পুংলিঙ্গ-চন্দো; স্ত্রীলিঙ্গ-চন্দিমা; নপুংসক লিঙ্গ-পদুমং।

৫. পুংলিঙ্গাকে শব্দের সঙ্গে আ, ঈ, নী, আনী, ইকা, ইয়া, ইকিনী প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গা গঠিত হয়। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

ক. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গা শব্দের উত্তরে স্ত্রীলিঙ্গা আ প্রত্যয় যোগ হয়।

পুংলিঙ্গা	স্ত্রীলোক
খত্তিযো (ক্ষত্রিয়)	খত্তিযা
মানুস (মানুষ)	মানুসা
অস্‌স (অশ্ব)	অস্‌সা
কনিট্‌ঠ (কনিষ্ঠ)	কনিট্‌ঠা

খ. অ-কারান্ত শব্দের উত্তর কোন কোন ক্ষেত্রে ঈ প্রত্যয় যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলোক
মানব	মানবী
সুন্দর	সুন্দরী
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
দেব	দেবী

গ. কতকগুলো শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নী প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলোক
মালী	মালিনী
দণ্ডী	দণ্ডিনী
তপস্‌সী	তপস্‌সিনী
মেধাবী	মেধাবিনী

পুরিষো (পুরুষ)

কর্তার বিভিন্ন পরিবর্তনে ক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে ক্রিয়ার পুরুষ বলে।

পালিতে পুরুষ তিন প্রকার ঃ

উত্তম পুরিসো – উত্তম পুরুষ,

মজ্‌ঝিম পুরিসো – মধ্যম পুরুষ,

পঠম পুরিসো – প্রথম পুরুষ।

ক. উত্তর পুরুষ (উত্তম পুরিসো) ঃ নিজেকে বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে উত্তম পুরুষ বলে। যেমন-

অহং – আমি,

মযং – আমরা।

খ. মধ্যম পুরুষ (মজ্‌ঝিম পুরিসো) ঃ কারও সঙ্গে কথা বলার সময় তাকে বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তার নাম মধ্যম পুরুষ। যথা-

ত্বং – তুমি,

তুম্‌হে – তোমরা

গ. প্রথম পুরুষ (পঠম পুরিসো) ঃ কারও সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে তাকে বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তার নাম প্রথম পুরুষ। উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের চারটি পদ ছাড়া অন্যান্য সর্বনাম প্রথম পুরুষ। যথা-

সো (সে), তে (তারা), নরো (মানুষ), নরা (মানুষেরা), সকুণো (পাখি), সকুণা (পাখিরা)।

২০২১

অনুশীলনী

১. রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

ক. পালিতে বচন কয় প্রকার ও কি কি? উদাহরণ লেখ।

খ. লিঙ্গ কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

গ. লিঙ্গান্তর কর ঃ

খত্তিযো; সুন্দর; মালিনী ; তপস্‌সী; কনিট্‌ঠ।

ঘ. বহুবচনে পরিবর্তন কর ঃ

ভিক্‌খু; যো; ত্বং; উতু ; সো।

ঙ. পালিতে পুরুষ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ

ক. একবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

খ. বহুবচন বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে বল।

গ. উত্তম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

ঘ. পালিতে প্রথম পুরুষের চারটি উদাহরণ দাও।

৩. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ

ক. উত্তম পুরুষ কোনটি?

১. ত্বং　　২. সা

২. অহং　　৩. বুদ্ধ

খ. কোন শব্দটি বহুবচন?

১. একে　　২. ভিক্‌খু

৩. উতু　　৪. সকুণো

গ. দু প্রকার কোনটি?

১. পুরিসো　　২. বচন

৩. লিঙ্গ　　৪. পদ

ঘ. স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কোনটি?

১. সুন্দর　　২. বচন

৩. মানব　　৪. খত্তিযা

ঙ. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে কোন প্রত্যয় যোগ হয়?

১. আ　　২. ঈ

৩. নী　　৪. ইকা

একাদশ অধ্যায়
পদ প্রকরণ

পদ ঃ বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। যেমন–দারকো চন্দং পস্‌সতি। এখানে তিন শব্দের গঠিত বাক্যটির প্রত্যকটির এক একটি পদ।

পালিতে পদ পাঁচ প্রকার ঃ যথা- ১. বিসেস্‌স (বিশেষ্য) ; . বিসেসন (বিশেষণ) ; ৩. সব্বনাম (সর্বনাম) ; ৪. অব্যয় (অব্যয়) ৫. কিরিযা (ক্রিয়া)।

১. **বিশেষ্য ঃ** যে পদ ব্যক্তি, বস্তু, কাজ বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। (যেমন–মসি (কলম), সিস্‌স (শিষ্য)।

বিশেষ্য পাঁচ প্রকার ; যথা- জাতিবাচক, গুণবাচক ; দ্রব্যবাচক ; ব্যক্তিবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

ক. জাতিবাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য কোন একটি প্রাণী বা বস্তু না বুঝিয়ে সে জাতের যেকোন প্রাণী বা বস্তু বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন -গো (গরু); অস্‌স (অশ্ব); রুক্‌খ (বৃক্ষ)।

খ. গুণবাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য গুণ অবস্থা বা ভাব বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। (যেমন বিরিয (বীর্য); লঘুতা; (হীনতা)।

গ. দ্রব্যবাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য কোন দ্রব্য সম্পর্কে বোঝায় তাকে দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলা হয়। যেমন- (অগ্‌গি (অগ্নি); বারি (জল); দুগ্ধ (দুগ্ধ)।

ঘ. ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য ব্যক্তির নাম বোঝায় তাকে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বলে। যথা- রামো (রাম); দেবদত্তো (দেবদত্ত); অনাথপিণ্ডিকো (অনাথপিণ্ডিক)।

ঙ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য কোন কাজের নাম বোঝায় তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- গমনং, ভোজনং, ভমণং।

২. বিশেষণ

যা দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ পায় কাকে বিশেষণ বলে। যেমন- ধবলো গো (সাদা) গরু।

ক. সাধারণত বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বচন ও যে বিভক্তি হয়; বিশেষণেরও সে লিঙ্গ, সে বচন, সে বিভক্তি হয়ে থাকে। যথা- সুন্দরো দারকো–সুন্দর বালক; সুন্দরী দারিকো–সুন্দরী বালিকা; সুন্দরং ফলং—সুন্দর ফল।

খ. দ্বি থেকে অট্ঠারস সংখ্যাবাচক শব্দগুলো নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- দ্বি (দুই) ; দস (দশা); আট্ঠারস (আঠার) প্রভৃতি।

গ. সতং শব্দটি সর্বদা একচন ও ক্লীব লিঙ্গ হয়। যেমন- সতং দারকা৷একশত বালক। বীসতি চিত্তানি- বিশ প্রকার চিত্ত।

ঘ. বিধেয় বিশেষণের লিঙ্গ ও বচন কখনও কখনও উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয় না; যেমন- গুণা পমাণং-গুণাবলিই প্রমাণ; পমাদো মচ্চুনো পদং–প্রমাদই মৃত্যুর পথ; লোভে বিনাসং মূলং- লোভই বিনাশের মূল।

নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

বিশেষণ পদ	**দুয়ের মধ্যে তুলনা**	**অনেকের মধ্যে তুলনা**
সুচি (শুচি)	সুচিতর	সুচিতম
পাপ	পাপতর, পাপিয	পাপতম
কাল	কালতর	কালতম
সাধু	সাধুতর	সাধুতম
কট্ঠ (নিকৃষ্ট)	কট্ঠিয়	কট্ঠিট্ঠ

মা, বা, বী, বিন প্রভৃতি প্রত্যায়ান্ত বিশেষণ শব্দের উত্তর, ইধ, ইয্য, ইট্ঠ ও ইস্সিক প্রত্যয় হলে ঐ সকল প্রত্যয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্বরের লোপ হয়।

বিশেষণ পদ	**দুয়ের মধ্যে তুলনা**	**অনেকের মধ্যে তুলনা**
গুণবা	গুণিয	গুনিট্ঠ
জুতিমা (জ্যোতিষ্মান)	জুতিয	জুতিট্ঠ
সতিমা (স্মৃতিমান)	সতিয্য	সতিট্ঠ
মেধাবী	মেধিয	মেধিট্ঠ
ধনবা	ধনিয	ধনিট্ঠ

এমন কিছু বিশেষণ আছে যা সাধারণ নিয়মে পড়ে না। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

বিশেষণ পদ	**দুয়ের মধ্যে তুলনা**	**অনেকের মধ্যে তুলনা**
অপ্প (কতিপয়)	কণিয	কণিট্ঠ
পসত্থ (শ্রেষ্ঠ)	সেয্য	সেট্ঠ
বুড্ঢ (বৃদ্ধ)	সাদিয	সাদিট্ঠ
অন্তিক	নেদিয	নেদিট্ঠ
গুরু (ভারি)	গরিয	গরিট্ঠ

৩. **সর্বনাম ঃ** যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলা হয়। এদের সংখ্যা অনেক। যেমন- অহং, তুম্হ, সো, সা, তে, মযং, অমু, এত, সব্ব, দক্খিণ্ কিং ইত্যাদি।

৪. **অব্যয় ঃ** যে পদের কোন অবস্থাতেই মূল রূপের পরিবর্তন হয় না তাকে অব্যয় বলে। যথা- সচে, পন, চ, কত, বা, নু ইত্যাদি।

নিম্নে কয়েকটি অব্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

কদা-কখন	তদা-তখন
তদানি-তখন	এতরেহি–এখন
কুত্থ–কোথায়	যতো –যা থেকে
এত্থ – এখানে	তথা – এ প্রকার
কথং – কি প্রকারে	ইত্থং – এ প্রকার
ইব –এ প্রকার	ইতো -এখন থেকে

৫. **ক্রিয়া ঃ** যা দ্বারা কোন কিছু করা, খাওয়া, হওয়া, প্রভৃতি কাজ বুঝায় তাকে ক্রিয়া বলে। ক্রিয়াপদের সাহায্যে কোন কালের ও ভাবের কার্যগুলো সম্পন্ন হয়ে তাকে। ক্রিয়াপদ ধাতুর সাথে বিভক্তিযোগে গঠিত হয়। যথা-

সো সযতি – সে ঘুমায়।

অহং সুণামি – আমি শুনছি।

উক্ত দু'টি বাক্যে 'সযতি', 'সুনামি' পদ দুটি ক্রিয়া।

নিম্নে আরও কয়েকটি ক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

এসতি –অন্বেষণ করে ; কন্দতি – কাঁদে

গাযতি – গান করে; দদাতি – দান করে ;

মোক্খতি – মুক্ত হয় ; সুণোতি – শ্রবণ করে; হনতি – হত্যা করে।

অনুশীলনী

১. **রচনামূলক প্রশ্ন ঃ**

ক. পদ কয় প্রকার ও কি কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

খ. বিশেষ্য কয় প্রকার ও কি কি? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

গ. বিশেষণের তারতম্যের কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ লিপিবন্ধ কর।

ঘ. প্রত্যয়যোগে নিম্নের বিশেষণগুলোর প্রত্যেকটির তারতম্য দেখাও ঃ
সুচি; খিপ্প, সাধু, গুণবা, জুতিমা, অপ্প, গুরু, কুট্ঠ।

ঙ. সর্বনাম কাকে বলে? সর্বনামের পাঁচটি উদাহরণ দাও।

চ. অব্যয় বলতে কি বোঝ ? পাঁচটি উদাহরণ দাও।

২০২১

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ঃ**

ক. ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

খ. জাতিবাচক বিশেষ্য কি?

গ. বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

ঘ. গুণবাচক বিশেষ্য কি? দুটি উদাহরণ দাও।

ঙ. বিশেষণের তারতম্য বলতে কি বুঝায়?

৩. **ঠিক উত্তরে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ**

ক. বিশেষ্য পদ কোনটি?

১. সুন্দরং ২. অস্‌স

৩. তে ৪. তদা

খ. দ্রব্যবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ কোনটি?

১. গো ২. বিরিয

২. বুদ্ধ ৪. দেবদত্তো

গ. দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিশেষণ কোনটি?

১. খিপ্‌প ২. সেট্‌ঠ

৩. গুরু ৪. সাধুতর

ঘ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ কোনটি?

১. মসি ২. গো

৩. গমনং ৪. বারি

ঙ. ক্রিয়ার উদাহরণ কোনটি?

১. ভবতি ২. দারিকা

৩. বীসতি ৪. নরা

চ. যে পদে কোন অবস্থাতেই মূলরূপের পরিবর্তন হয় না তাকে কি বলে?

১. বিশেষণ ২. সর্বনাম

৩. অব্যয় ৪. ক্রিয়া

দ্বাদশ অধ্যায়
অনুবাদ

পালি অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষায় প্রচলিত নিয়মগুলো রক্ষিত হয়েছে। তবে প্রয়োগে স্বাতন্ত্র্য আছে। কাল, কারক, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, বাক্যবিন্যাস প্রণালী, বাচ্য প্রভৃতি পালি ব্যাকরণের নিয়মাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে পালি অনুবাদ শুদ্ধরূপে করা সম্ভব নয়। তোমরা উপরের শ্রেণীতে পালি ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এখানে শুধু প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য কাল ও কারক সম্পর্কীয় অনুবাদের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বাংলার মত পালিতে কাল তিনটি ঃ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। ভাব বোঝাতে পঞ্চমী ও সপ্তমীর ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। এছাড়া বচন ও পুরুষভেদেও ক্রিয়া বিভক্তির রূপান্তর বসাতে হয়।

পালিতে সরল বাক্য গঠনের সময় প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম ও সবশেষে ক্রিয়া বসাতে হয়।

বর্তমান কাল (বত্তমান)

বর্তমান কালে বচন ও পুরুষভেদে তি, অন্তি, সি, থ, মি, ম ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- বালক চাঁদ দেখে-দারকো চন্দং পস্সতি। আমি চিঠি লিখছি-অহং পণ্ণং লিখামি।

উপাসিকা ফুল তুলছে-উপাসিকা পুপ্ফানি চিনাতি।

অতীত কাল (অজ্জতনী)

পূর্ববর্তী সময়ে ক্রিয়ার কার্য সম্পাদিত হলে ধাতুর উত্তর বচন ও পুরুষভেদে ই, ইংসু, ই, ইত্থ, ইং, ইম্হা ক্রিয়া বিভক্তিগুলো যোগ করতে হয়। যথা- আমরা শহরে গিয়েছিলাম-মযং নগরং গচ্ছিম্হা। সৈন্যগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল-যোদ্ধা সমরে জিনিংসু।

সে দোকানে জিনিসপত্র কিনেছিল -সো আপণে ভণ্ডং কিনি।

ভবিষ্যৎ কাল (ভবিস্সন্তি)

অনাগতে অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে বচন ও পুরুষভেদে ধাতুর উত্তর ইস্সতি, ইস্সন্তি, ইস্সসি, ইস্সথ, ইস্সামি, ইস্সাম ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- আমি বাড়ি যাব - অহং গেহং গমিস্সামি।

তোমরা শীল গ্রহণ করবে - তুম্হে সীলং গণ্হিস্সথ। পাচক তরকারি পাক করবে- সূদো ব্যঞ্জনং পচিস্সতি।

পঞ্চমী

অনুরোধ, আদেশ, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ বোঝাতে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ-তিনকালেই পঞ্চমী বিভক্তি হয়। পঞ্চমীর পালি বাক্যগঠনে বচন ও পুরুষভেদে তু, অন্তু, হি, থ, মি, ম ক্রিয়াবিভক্তি ধাতুর উত্তর যোগ হয। যথা-

সে সুখী হোক - সো সুখী ভবতু।

সদা সত্যকথা বলবে - সদা সচ্চং ব্রুহি।

আমাকে একটি বই দাও - মং একং পোত্থকং দেহি।

সপ্তমী (সত্তমী)

পরিকল্পনা অনুমতি, উচিত অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়। এয্য, এয্যং, এয্যাসি, এয্যাথ, এয্যামি, এয্যাম ক্রিয়াবিভক্তি ধাতুর উত্তর যোগ হয়। যেমন- সে কাজ করতে পারে - সো কম্মং করেয্য।

তোমার প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত – ত্বং অনুদিবসং বিজ্জলযং গচ্ছেয্যাসি। ভিক্ষুসংঘকে দান করা উচিত – ভিক্‌খুসংঘস্‌স দানং দদেয্যং।

কারক গঠিত বাক্য

কারক ও বিভক্তি একার্থবোধ নয়। ক্রিয়ার সম্পাদক অর্থাৎ যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে তাকে কারক বলে। যা দ্বারা সংখ্যা ও কারকের জ্ঞান জন্মে তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি যুক্ত হলে লিঙ্গের কোন কোন অংশের পরিবর্তন হয়। সাধারণত অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের একবচনে 'ও' এবং বহুবচন 'আ' বিভক্তি যোগ হয়। স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীব লিঙ্গের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিভক্তি যুক্ত হয়। নিম্নে শুধু পুংলিঙ্গ শব্দের ব্যবহার দেখানো হল ঃ

কর্তৃকারক (কত্তা কারকং)

কর্তৃবাচ্যের কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা-

সূর্য উদিত হয়– সূরিযো উগ্‌গচ্ছিতি।

বালকেরা পড়ে – দারকা পঠন্তি।

ভিক্ষু ধ্যান করছেন- ভিক্‌খু ঝাযতি।

কর্ম কারক (কম্ম কারকং)

কর্ম কারকে দ্বিতীয় বিভক্তি যুক্ত হয়। সাধারণত কর্ম কারকের পুংলিঙ্গের একবচনে অং, বহুবচনে আ এবং উভয় লিঙ্গে যো বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা- সে ভাত খায়–সো ভত্তং খাদতি।

পুত্র মাতাপিতাকে বন্দনা করে– পুত্তো মাতাপিতরো বন্দতি।

শিষ্য আচার্যকে জিজ্ঞেস করছে–সিস্‌সো আচরিযং পুচ্ছতি।

করণ কারক (কারণ কারকং)

করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। করণে সাধারণত এন, এনা, এহি, এভি বিভক্তিগুলো যুক্ত হয়। যথা- কৃষক কাস্তে দ্বারা বীজ বপন করে – সে কস্‌সকো দত্তেন বীহিং লুণাতি।

সে কুঠার দ্বারা গাছ কাঠে – সো ফরসুনা রুক্‌খং ছিন্দতি। আমরা হাত দিয়ে কাজ করি–মযং হত্থেন কম্মং করোম।

সম্প্রদান কারক (সম্পদান কারকং)

সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। সাধারণত এর সাথে 'স্‌স', 'নং' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- উপাসক ভিক্ষূসংঘকে দান দিচ্ছেন – উপসাকো ভিক্‌খূসঙ্ঘস্‌স দানং দেতি।

তৃষ্ণার্তকে জল দাও – পিপাসিতস্‌স উদকং দেহি। রাজা যাচককে ধন দিচ্ছেন – রাজা যাচকং ধনং দদাতি।

অপাদান কারক (অপদান কারকং)

অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। সাধারণত এর সঙ্গে স্মা, মহা প্রভৃতি বিভক্তিগুলো যুক্ত হয। যেমন-

বৃক্ষ থেকে ফল পড়ে – রুক্‌খস্মা ফলং পততি। বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হলেন- বোধিসত্তো মাতুকুচ্ছিম্‌হা নিক্কমি।

২০২১ ফুল থেকে ফল হয় – পুপ্‌ফস্মা ফলং উপ্পজ্জতি।

অধিকরণ কারক (ওকাস)

অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। এর সাথে এ, স্মিং, সু প্রভৃতি বিভক্তিগুলো যোগ হয়। যথা- জলে মাছ আছে– উদকে মচ্ছো ভবতি।

পাখিরা আকাশে বিচরণ করে - আকাসে সকুণা বিচরন্তি।

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করেন – ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি।

অনুশীলনী

১. পালিতে অনুবাদ কর ঃ

ক. আমি চিঠি লিখছি।
খ. তারা বাড়ি যাবে।
গ. সিংহ মাংস খায়।
ঘ. আমি বিদ্যালয় যাব।
ঙ. সে একটি বই কিনেছিল।
চ. ছেলেটি ঘি দিয়ে ভাত খায়।
ছ. দুঃশীলেরা নরকে যায়।
জ. উপাসক ভিক্ষুকে পিণ্ড দান করছে।
ঝ. বালকেরা চাঁদ দেখে।
ঞ. সকল প্রাণী সুখী হোক।
ট. বালকটি গ্রামে যাচ্ছে।
ঠ. ভিক্ষুরা ভিক্ষার জন্য গ্রামে যাচ্ছেন।
ড. বাবা শহরে গিয়েছেন।
ঢ. বালকেরা খেলছে।
ণ. আমি হাত দিয়ে কাজ করি।
ত. বনে বাঘ আছে।

২. নিম্নের প্রত্যকটি বিভক্তি দিয়ে পালি এক একটি বাক্য রচনা কর ঃ

তি; অন্তি; মি; ম; ইত্থ; ইম্হা; ইস্সন্তি; ইস্সাম; তু; অন্তু; হি; ও; অং; এন; এভি; স্মা; মহা; সু।

৩. ঠিক উত্তররে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ

ক. বর্তমানে কালের শুদ্ধ পালি অনুবাদ কোনটি?

১. দারকা চন্দং পস্সতি
২. দারকো চন্দং পস্সতি
২. দারকো চন্দং পস্সতি
৪. দারাকো চন্দং পস্সি

খ. অতীত কালের শুদ্ধ পালি অনুবাদ কোনটি?

১. মযং নগরং গচ্ছিছং
২. অহং নগরং গচ্ছিংম্হা
৩. অহং নগরং গচ্ছতি
৪. মযং নগরং গচ্ছিম্হা

গ. পালি অনুবাদ করার সময় ভবিষ্যৎ কালে ধাতুর উত্তর কোন ক্রিয়া বিভক্তিটি যুক্ত হয়?

১. তু
২. ইংসু
২. ইস্সন্তি
৪. এয্যং

ঘ. করণ কারকের পালি বাক্যের উদাহরণ কোনটি?

১. মযং হত্থেন কম্মং করোম
২. পুত্তো মাতাপিতরো বন্দতি
৩. উপাসকো ভিক্খুসঙ্ঘস্স দানং দেভি
৪. রুক্খস্মা ফলং পততি

ঙ. পাচক তরকারি পাক করবে– এ বাক্যটির পালি অনুবাদ কোনটি?

১. সূদো ব্যঞ্জনং পচতি
২. সূদো ব্যঞ্জনং পচেয্য
৩. সূদো ব্যঞ্জনং পচিস্সতি
৪. সূদো ব্যঞ্জনং পচি

২০২১

সমাপ্ত





উন্নয়নে মৎস্যশিল্প : মাছে-ভাতে বাঙালি

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, সারা বিশ্বে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে তা ৯ শতাংশ। ২০২০ সালে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয় আর বাংলাদেশের গর্ব ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষে (২০২০ সাল)। গত ১১ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮৪ শতাংশ। তাই মৎস্য সম্পদ এখন বাংলাদেশের জন্য গর্ব।

২০২১

শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ-পালি

গাছ মানুষের পরম বন্ধু

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য